বাংলা পিডিএফ ডট নেট এর সৌজন্যে
বাংলা পিডিএফ ডট নেট এর সৌজন্যে

বেসিক আলী ৬

শাহরিয়ার

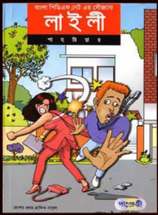

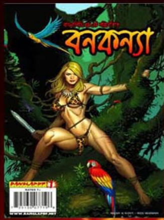

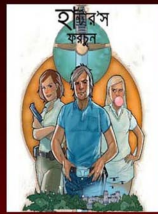
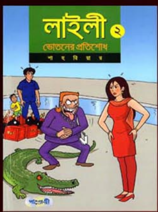

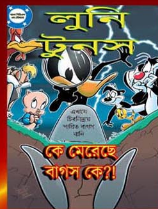

হাই কোয়ালিটিতে
ওয়াটারমার্ক বিহীন কমিকস
পড়তে আজই ভিজিট করুন
www.banglapdf.net

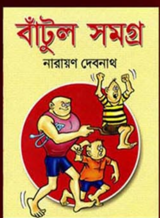

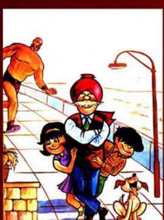
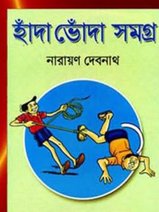

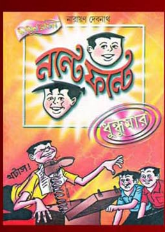

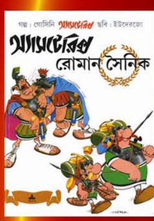

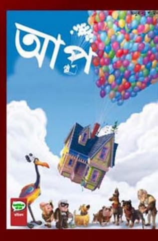

একী! সিট বেল্ট না কী?
অবশ্যই!
জানিস না এখন থেকে সিট বেল্ট ছাড়া ড্রাইভ করলে জরিমানা হবে? এজন্য আমি এই সিটবেল্ট নিজে বানিয়ে নিয়েছি!
আরে গাধা, সিটবেল্ট হচ্ছে গাড়ি চালকদের জন্য, তোর জন্য পরতে হবে হেলমেট!
কি রে হিল্লোল, তোর চাচার গাড়িটা নিয়ে বের হলি না কি?
হ্যাঁ!
গাড়ি চালাচ্ছিস তো হেলমেট পরে আছিস কেন?
কেন মানে!!
সরকার নতুন আইন করেছে হেলমেট ছাড়া ড্রাইভ করলে জরিমানা হবে।
গাধা- ওটা মোটর সাইকেলের জন্য। গাড়ি চালালে সিটবেল্ট বাঁধতে হবে!

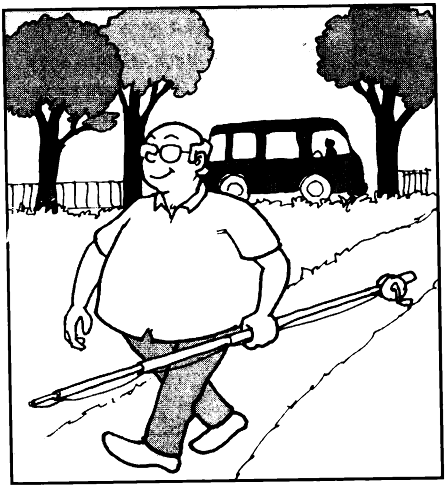

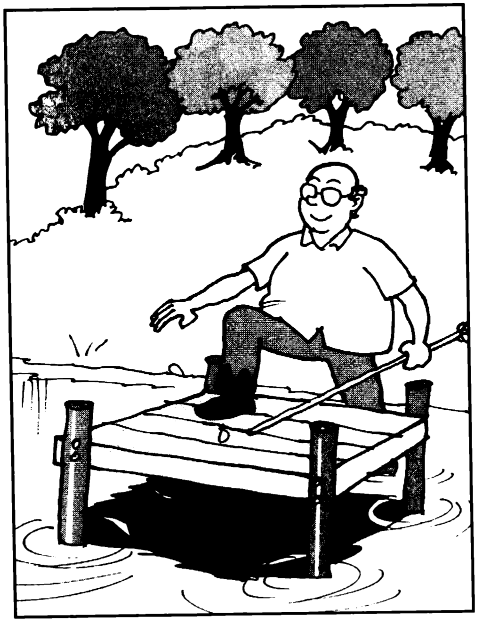

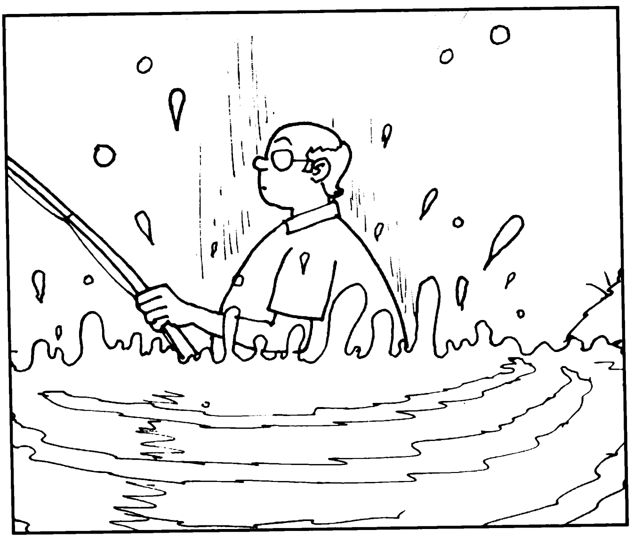

সোহেল দাঁড়িয়ে কেন- বসে কথা বলো। তোমার জন্য আমি এই চেয়ারটা স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বানিয়েছি।
সত্যি স্যার!
তো চট্টগ্রাম বন্দরে আমাদের গত মাসের কন্টেনারগুলো খালাস করতে পেরেছ?
জ্বী না স্যার!
আউক... স্যার আর দু'টা দিন সময় দিন...
তো সোহেল, দুদিন পার হয়ে গেছে। পোর্ট থেকে কন্টেনারগুলো ছাড়িয়েছ? ঐ বিশেষ চেয়ারে বসে বলো। ওখান দাঁড়িয়ে থেক না।
ঐ চেয়ার? যেটা আপনি বোতাম টিপলে তলা খুলে যায়? না স্যার আমি এখানে বরং দাঁড়িয়েই বলি। আমার আরো দু'দিন সময় লাগবে।
আচ্ছা? আরো দু' দিন? বেশ!
মনে থাকবে?

গোয়েন্দা বিভাগ
ফোন আড়িপাতা বিভাগ
বস, আমি এক দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীর ফোনের আলাপ ধরে ফেলেছি। লাউড স্পিকারে শুনুন ওরা কী বলে!
... হ্যালো ম্যাজিক, আমি তো borderlands এ আটকে গেছি। থ্রেজারকে মারব কী করে। ওর চারপাশে ডজন খানেক সিকিউরিটি!
...সজিব শোন, প্রথমে ওকে কটা গ্রেনেড মার, আর দৌড়াতে দৌড়াতে sm4 দিয়ে গুলি কর। তারপর রকেট লাঞ্চার মার- মরে যাবে। তারপর তোর শক্তিও বেড়ে যাবে!
গাধা! ওরা একটা কম্পিউটার গেম নিয়ে কথা বলছে। এসব আজাইরা প্যাঁচাল না শুনে অন্য কারো ফোন ট্যাপ করো!
বন্ধ কর এসব খুনাখুনি খেলা, এসব খেলে খেলে তুই প্রফেশনাল খুনী হয়ে উঠছিস!
পৃথিবীর সব খুনীদের জন্য এসব খেলা তৈরী করা হয়েছে! যারা বানিয়েছে ওরাও খুনী!
তুমি কি বলতে চাও হিটলার টিক্কা খান, শাহাদাৎ কিংবা রাজাকার বা খুনাখুনি শিখেছে এসব গেম থেকে? বাঃ!
ভুল বলেছি। এ সব গেম খেলে খুনী নয়- কু-তর্কের রাজা হয়ে উঠছিস তুই।
তুমি রাজা আর আমি রাজপুত্র!

এই ফেসপ্যাকটা লাগিয়ে দিচ্ছি; ১০ মিনিট বসে থাকবি।
... চেহারার তেল তেলে ভাবটা চলে যাবে।
আর কী দিচ্ছ মা?
একী? তোর নাকের ওপর গাজর গজাল কী করে?
??

যা আছে দে!
তবে রে!
ই হি রে! আমার চক্ষু গেল! আমার চক্ষু গেল গাইর!
সরি- চোখটা খেয়াল করি নি। এই নাও ১০০ টাকা।
তোমার চোখে আত্মরক্ষার্থে গুতো দেয়ার জন্য দু:খিত। টাকাটা নিয়ে ডাক্তার দেখিও জনাব ছিনতাইকারী।
মাত্র ১০০ টাকা?
আপনে আমার পেশাগত কাজে বাধা দিছেন। প্রায় কানা কইরে দিছেন। আপনাদের ছিনতাই করলে লাখ খানেক টাকা লাভ হইত। এইসব সুযোগ হারানোর খরচ হিসাবে অন্তত আপনার সোনার চেইনটা দেন।
বেয়াদ্দপ!
উঃ আঃ একশ টাকাই সই! ওরে মা!

তারপর ছিনতাইকারীটাকে মারলাম একটা ঘুঁসি! তারপর মাটিতে ওকে ইচ্ছে মতো পাড়ালাম ব্যাটা কোন মতে পালিয়ে বেঁচেছে!
ঐ ছিনতাইকারীর হাতে তো পিস্তল ছিল। তোমার এত দুঃসাহস করাটা ঠিক হয় নি। যদি ব্যাটা গুলি করে দিত?
কী দিয়ে করবে? ওর পিস্তল তো প্রথমেই আমি মেরে দিয়েছিলাম!
তোদের মা বদ্ধ উম্মাদ হয়ে গেছে। সে এক ছিনতাইকারীর পিস্তল ছিনতাই করে এনে আমায় তাড়াচ্ছে!
কী আশ্চর্য! দাঁড়াও! না হয় দিলাম গুলি করে!
ম্যাডেস্ট না আ আ...
বলছি এটা নিছক একটা পানি ছোড়া পিস্তল!

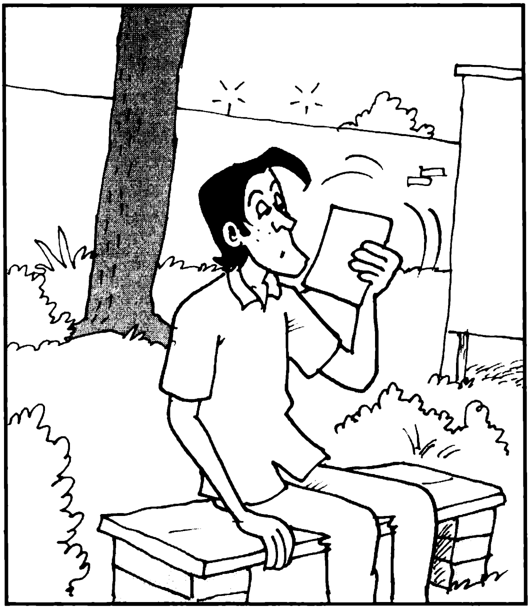

একী হিল্লোল তোকে এমন অসুস্থ লাগছে কেন?

তুই আবারো নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেছিস! জলদি নিঃশ্বাস নে!
ও:!

ম্যাজিক ভাইয়া? একটু নীচে এসো না আমরা খেলব!
তুই একটু মার্সের সাথে খেলতে থাক। আমার নামতে আরো আধ ঘণ্টা দেরী হবে।
মার্স, আয় খেলি।
আরে গাধা এবার তোর দিকটা নামা!
চাচ্চু, এসো না আমার সাথে নতুন সি স'টাতে খেলবে!
তোর জন্য সবুর বাগানে একটা সি-স' বসিয়েছে? বা:!
মামুন?

ভাড়া হইবে
একটি দেশি কুকুর
ভেতরে যোগাযোগ
করুন।
হাঃ হাঃ মানুষ কেন কুকুর ভাড়া করবে!
সারা দিন যে কুকুর টো টো করে ঘোরে তাকে অনেকেই ভাড়া করবে!
ইতিমধ্যে কাল সকালের জন্য একজন মার্সকে ভাড়া করেছে। আরো দু'জন লাইনে আছে!
??
বলিস কী! তুই তো ব্যবসায়িক জিনিয়াস!
হে হে ভাড়া চাও? ওকে ২৫% ডিসকাউন্টে দেব!
আমি প্রথমে বুঝিনি তুই তোর কুকুরকে ভাড়া দিবি কী করে? কে নেবে এবং কেন?
এখন বুঝেছ?
হ্যাঁ এখন তো দেখতেই পাচ্ছি!
মার্স এখন চলন্ত বিলবোর্ড...
বাড়ি ভাড়া
তিন বেড,

কী রে তোর কুকুর ভাড়া দেয়ার ব্যবসা কেমন চলছে?
ভীষণ লস খাচ্ছি!
ভাড়া হইবে
গেটের বাইরে তাকালেই বুঝতে পারবে কেন ঢাকায় ব্যবসা করা খুবই কঠিন কাজ।
এখন সবাই আমার আইডিয়া চুরি করে রাস্তার নেড়ি কুকুরদের বিনা খরচে বিলবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করছে!
মেচ মেম্বার আবশ্যক, ফোন: ৪২০৪২০

আজ লেক-সাইডটা খুবই নিরিবিলি। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না?
মনে হচ্ছে এটা একটা ফাঁদ। সাবধান! আশে-পাশের ঝোপগুলো নড়ছে!
WE ARE UNDER ATTACK!
হ্যাঁ বেসিক, আমি এক্ষুণি লেকের পারে আসছি। আমি কি কিছু মাস্তান নিয়ে আসব? না?
এ্যাঁ? তাহলে কী ধরণের বিপদে পড়েছিস?
আরে আগে আয়!
আগে ওদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার কর!

হিল্লোল, জলদি কিছু খুচরা টাকা ছিটিয়ে এই ক্ষুদে জোঁকদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার কর।
পোলাপান এই যে টাকা!
এত খুচরা টাকা পেলি কোথায়?
কিসের টাকা! ওগুলো মেদ-ভূঁড়ি কমানোর ফাও লিফলেট!

তুমি এই শাড়িটা পরে শাহানা খালা রিনা খালার সাথে বাইরে যাচ্ছ?
কী? খারাপ দেখাচ্ছে?
না। ঐ শাড়িটা তো রিনা খালা শাহানা খালা আগে একবার দেখেছে!
তাই তো ওদের কাছে এ শাড়ি তো পুরান!
এত শাড়ি হয়ে গেছে যে ইদানিং খেয়াল থাকে না।
এ জন্য তোমার শাড়িতে ট্যাগ লাগাতে হবে। ওতে লেখা থাকবে কে কে শাড়িটা এ পর্যন্ত দেখেছে।
TAGS
হ্যারে, ম্যাডেস্টের শাড়িগুলোতে এসব কি লাগাচ্ছিস?
প্রতিটা শাড়িতে ট্যাগ লাগাচ্ছি। কেন? যাতে অন্যেরা মাকে এক শাড়ি দু'বার পরতে না দেখে।
দেখেছে:
১।
২। মিলি
৩।
৪।
এই ট্যাগে লেখা থাকবে এই শাড়িটা এ পর্যন্ত কে কে মাকে পড়তে দেখেছে।
তোর উচিত ছিল শাড়ি গুলো স্ক্যানিং করে সওয়াপিং কার্ড বসিয়ে দেয়া!

বেসিক? এই বেসিক!
এ্যাঁ? ও না! আমি একটু ভাবছিলাম আর কী! ও! ব্যাংকের অগ্রগতির রিপোর্ট দিচ্ছি!
গত মাসে ব্যাংকের কর্মদক্ষতা ছিল ২৫০% আর মুনাফা ২০০%
এগুলো কি তোমার স্বপ্নে পাওয়া হিসেব না কী?

দাও না ভাইয়া, আমার আবার বাথরুম চেপেছে।
ফাজলামি? আধঘণ্টার মধ্যে ৪বার বাথরুম গিয়েছিস!
কী করব? অংক করতে বসলেই বার বার হিসু চাপে এবার বাথরুমে যেতে দাও!
ঠিক আছে তবে...
দুই মিনিট পর
বাকী অংকগুলো আমরা বাথরুমে বসেই শেষ করব। নে, এবার এই অংকগুলো কর।

ইয়াহু!
?!
ক্যাক!
আরে! আরে আরে...!
কেউ! কেউ! কেউ!
ম্যাজিক? তুই আজও মোটর সাইকেল চড়েছিস? তোর না মোটর সাইকেল চড়া নিষেধ?
আমি মোটেও মোটর সাইকেলে চড়িনি। হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরলাম। আমার নামে মিথ্যে অপবাদ!
তাহলে ব্যাখ্যা কর- তোর চুল অমন অদ্ভুত রূপ ধারণ করল কী করে?

?

ম্যাডেস্ট!!! তুমি আবারো লাফাচ্ছ আর
বাড়ি কাঁপাচ্ছ!
না তো! আমি
লাফাচ্ছি না!

তার মানে তালিব লাফাচ্ছিল।
তালিব?
কই না তো!
আমি লাফাই নি তো!

ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!

বল্টু, এ আমার আরব বন্ধু আল হাসিয়ান ও ঢাকার সবুজ দেখে মুগ্ধ, আর মানুষের দারিদ্র দেখে ব্যথিত।
ইয়া বোল্ট লেহাফুল কেত্তাতুন, লা সব উজ ভা লোলা গে, গরীবুল খা রাপলা গে, ইয়া!
ব্যাটা দুই নাম্বার! আমার সাথে মস্করা! লেহাফুল মানে লেপ- কেত্তাতুন মানে বিড়াল আর বাকী সব বাংলা কথা বলে আরব সাজা?
হা হা
হা হা হা
হাসিব তোর এই আরবী পোশাক আর অনর্গল আরবী উচ্চারণে বাংলা বলার দক্ষতাটা জনসেবায় ব্যবহার করতে হবে।
তুই যদি এই জনসভায় আরব লোক সেজে বক্তৃতা দিতে পারিস তাহলে তোকে বিরিয়ানী খাওয়াব!
কোন ব্যাপার না!
ওয়ার্ড কমিশনার পদে বাবলু ভাইকে পুনঃনির্বাচিত করুন।
বাবলু চাচা, আমার এই আরব বন্ধু বেড়াতে এসে এই এলাকার উন্নয়ন দেখে পাগল হয়ে চলে এসেছে।
সাজতাব্বোই না অন্দুম!
তাই নাকী? আরে এমন লোকই তো আমার প্রচারে দরকার!
বাবলু ভাইকে ভোট দিন

বন্ধুরা আজ আমাদের মাঝে সুদূর আরব থেকে এক বন্ধুকে হাজির করিয়েছে ম্যাজিক, সে এই এলাকার উন্নয়ন দেখে মুগ্ধ। এই বন্ধু আল হাসিয়ান এবার আরবীতে কিছু বলবেন।
ওয়ার্ড কমিশনার পদে বাবলু ভাইকে পুন: নির্বাচিত করুন।

ইয়া সু ধীমন ডলিআ মিকিছু চাপাহ বাজীক রছি। বাবলু ভাই আজ আইরাকা জক রেও কেভোট অদি বেন নাহ.আসলামুআলাইকুম।
তালি! তালি!
* সুধীমণ্ডলী আমি কিছু চাপাবাজী করছি। বাবলু ভাই আজ ইরা কাজ করে। তাকে ভোট দিবেন না।

পরে
হাসিব তুই আমার গুরু। এক প্লেট বিরিয়ানীর লোভে কী চাপাবাজীটাই আজ করলি!
হা হা!

আমি ম্যাজিক ভাইয়ের কাছে আর পড়ব না। সে আমাকে বাংলা রচনা পরীক্ষায় ৫ দিয়েছে।
কেন? তোকে কেন-৫ দিল? দেখি তুই কী লিখেছিলি!
হুহ!
রচনাঃ আমাদের গ্রাম, "আমাদের গ্রাম অনেক সুন্দর। সেখানে অনেক গাছ আর পুকুর আছে।
গ্রামের রাস্তার দু'ধারে সারি সারি আলু গাছে বড় বড় আলু ঝোলে। বাচ্চারা কপি গাছের ডালে বসে দুষ্টামি করে। পুকুরে বড় বড় তিমি মাছ আছে! ... আরে এ রচনাকে বাঁধাই করে রাখা দরকার।
ওই কালা বিলাই! এহান থিকা ভাগ শিকল বান্ধা না থাকলে তোরে আমি..
ঘেউ! ঘেউ! ঘেউ!
আবে যা! চিনস আমারে? দিমু নি!
খ্যা খ্যা খ্যাৎ!
এই নে কুংফু খামচি!
খ্যাৎ!
ওরে বাপরে এ তো বিলাই গো কালা জাহাঙ্গীর!!
কেউ! কেউ! কেউ!
এতক্ষণে চিনছস!
ম্যাঁয়াও!

চুলাং!
ব্যাটা খবিস! ওয়াক থু:!
ওয়াক থু:

আর কতক্ষণ বসে থাকব? ভাল লাগছে না!
সবে তো ভাস্কর্যটা বানানো শুরু করেছি। ধৈর্য ধরো। মডেল ফি হিসেবে তোমাকে এতবড় চেইন দেব না ভাবতেও পারবে না!
পর
আমাকে মডেল করে তুমি এটা কী বানালে?
আমিও ভাবছি এটা এমন হলো কেন!

আমাকে মডেল করে তুমি কাতল মাছের ভাস্কর্য বানিয়েছ। তোমার সাথে কথা বন্ধ।
আহা রাগ কো'র না। তোমার মডেলিং ফি দিচ্ছি!
বলেছিলাম তোমাকে এতবড় চেইন দেব যা ভাবতেও পারবে না। এই নাও সেই চেইন!
কী? ঠিক আছে?

হক মাওলা।
হঠাৎ হঠাৎ চমকায়া উঠস? আমার এই ওষুধ কেন। সব ভয় কাইট্টা যাইবো!
ব্যাটা ভুয়া তান্ত্রিক! তোকে পুলিশে দেব!
আমি ভুয়া? তোরে এক ফুঁ দিয়া ব্যাঙ বানায়া দিমু
দে দেখি কেমন তোর কেরামতি!
দেহাই!
?!!
?!
হুঁ! তাহলে ব্যাটা ভুয়া ছিল না!

খবদ্দার মার্স! ঐ ব্যাঙকে আহত করবি না!
ঘেউ! ঘেউ!
ওটা আসলে ব্যাঙ না। একটা তান্ত্রিক যে কি-না এক ফুঁতে আমাকে ব্যাঙ বানাতে গিয়ে নেজেই ব্যাঙ হয়ে গেছে। দে ওকে আদর করে দে!
গরর
উম্মা!
ভুস!
ওয়াক থু! ওয়াক থু!
তুই! তুই আমারে আমারই মন্ত্র দিয়া ব্যাঙ বানাইছিলি! আমি তান্ত্রিক ছল্লু মোল্লা তোরে শিক্ষা দিমু!
না! না!
তোর মাথায় ঠাটা পড়ুক!
....? আমার লোহার ত্রিশুল!!!
বজ্র

আচ্ছা তান্ত্রিক বাবা, আপনি অন্যদের এক ফুঁতে ব্যাঙ না বানিয়ে নিজেকে এক ফুঁতে বড়লোক বানিয়ে নেন না কেন?
খামোখা মানুষের কাছে ওষুধ বিক্রি করে জীবন চালানোর দরকার কী?
হুঁ, ঠিকই তো! বড়লোক হই না কেন?
ফুঃ
ভুস!
তো ভাগ্নে বেসিক বল দেখি, সেনাবাহিনী কী ভাবে এই পাগল লোকটি দ্বারা উপকৃত হতে পারে?
আমাদের আনবিক বোমা না থাকলেও তান্ত্রিক বোমা আছে। মামা, তোমার সৈন্যকে বলো তান্ত্রিক এর সামনে দাড়াতে! তান্ত্রিক, ওকে ফুঁ দাও!
ফু!
এক ফুঁতে মুরগি!
এই কে আছিস! মোরগটা রান্না কর! আমাদের খাদ্য ঘাটতির সমাধান!
ভুস!

ফুঁ কাহিনী: বেসিক এক তান্ত্রিককে সেনাবাহিনীর কাছে উপহার দিয়েছে। এই তান্ত্রিক এক ফুঁতে মানুষকে ব্যাঙ কিংবা মুরগি বানিয়ে দিতে পারে!
এই ফুঁ এখন বোমা হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়েছে...
SHELL UNIT
এই বোমা আমরা UN PEACE MISSION এ ব্যবহার করে বিনা রক্তপাতে বিভিন্ন যুদ্ধ থামাচ্ছি!
UN

দ্যাখ তো, এই পাথরের আংটিটা কেমন হলো?
জঘন্য, মা! এমন বেঢপ আংটি তোমায় মানায় না! খুলে ফেল!

এটা আমাকে এক জ্যোতিষ দিয়েছে। এটা নাকি রাস্তায় আমার নিরাপত্তা বাড়াবে।

জ্যোতিষ বলেছে এই আংটি দিয়ে ছিনতাইকারীকে ঘুঁসি মারলে ব্যাটা নিশ্চিত অজ্ঞান হয়ে যাবে!

স্যার! স্যার! দাঁড়ান! ওগুলো সব
আমার ফাইল।

আমি জানি। কিন্তু আমি তোমার ফাইল নিয়েছি তোমার কাজের মূল্যায়ন করব বলে। তুমি তো সব সময় বলো যে তোমার কাজের মূল্যায়ণ নাকি করি না।

তো কাগজওয়ালা, এবার বলো দেখি এই ফাইলগুলোর মূল্য কত হলো?
ALI
GROUP

দোস্ত দ্যাখ, একটা বেটে কিউট ছিনতাইকারী! দারুণ না!
খবদ্দার আমারে বাইট্টা কবি না!
আমরা ওকে গিনেজ বুকে দেই না কেন? ও হবে বিশ্বের সবচেয়ে খর্বাকৃতির ছিনতাইকারী!
আবার বাইট্টা কইলি? এক্কেরে...
তিন ফুট? এ্যাঁ? একে তো গিনেজের সবচেয়ে বেঁটে বলা যায় না। উহু!
কী? আমারে INSULTATION! আমি বাইট্টা! আমি বাইট্টা আমি সবচেয়ে বাইট্টা!
আমি বাইট্টা কইয়া মস্করা? আমার নাম শুনলে সবাই ভয়ে বাথরুমে দৌড়ায়। যা আছে দে!
কী নাম আপনার? বাট্টু সন্ত্রাস? একেশ্বর রংবাজ? বাট্টু মাতব্বর?
কানা বাবু!
ঠিকই তো! আপনার নাম শুনে বাথরুম চেপে গেল!
পাবলিক টয়লেট

হাসছ কেন?
হি হি হি হি! থাম তো!
কী থামাব?
তোমার পা দিয়ে আমার পায়ে খোঁচা দেয়া বন্ধ করো... হি হি হি...
আমি তো খোঁচাচ্ছি না?
ই ই ই !! বিড়াল! বাঁচাও!

বাঃ বেশ ভালই তো তুমি পিকাসোর পোস্টার দেখে নকল তৈরি করে ফেলেছ। লোকে ভাববে এটা আসল পিকাসোর পেইন্টিং!
এ্যাঁ? সর্বনাশ! সব পণ্ড করে ফেলেছি!
পোস্টারটা উল্টো করে ঝুলিয়ে নকল করছিলাম। মানে আমি পুরো ছবিটাই উল্টো এঁকেছি!
হিল্লোল রাতে ফিরবে মানে? আমার মোবাইলে টাকা ভরবে কে? এ কাজ তো হিল্লোলের।
আজ তুমিই ভরো!
আমি তো জীবনেও এ কাজ করিনি মোবাইলে কীভাবে টাকা ভরে তা তো জানি না।
এই কাজ কি এতই কঠিন!
ওকী! ওকী! এটা কী করছ?
মোবাইলের কোন ফুটো দিয়ে টাকাটা ভরব তা বুঝে উঠতে পারছি না!

?!!
কোন গাধা এখানে এতগুলো কলার খোসা ফেলে রেখেছে!
আমি... ভাই আমিই সেই গাধা!

ফুসস!
সব্বোনাশ! এ তো
আপার পার্ফিউম!
PERFUME

আসসালামুয়ালাইকুম মুরুব্বী। একটু কথা বলতে পারি?
অবশ্যই।
আপনি জানেন যে মোনালিসা পাড়ার ফক্কর ছোঁড়া ম্যাজিকের সাথে লেকের পাড়ে ডেটিং করে বেড়ায়?
ম্যাজিক? ও তো ভালো ছেলে।
কিন্তু মোনালিসাটা কে? মডেল না কী?!
আপনি কি মোনালিসার ভাই মনসুর না?
না তো। আমি সাংবাদিক শাহরিয়ার।
ধ্যাৎ! রং নাম্বার!
GAS KHAN
সালাম! আপনি কী মোনালিসার বড় ভাই মনসুর?
হ্যাঁ। কী চাই?
আপনার আদরের বোন তো পাড়ার ফক্কর ছোঁড়া ম্যাজিকের সাথে ডেটিং করে বেড়ায়...!
ম্যাজিক? ঐ ঝাঁকড়া চুলের ছেলেটা তো? তো কী হয়েছে?
কী হয়েছে মানে? আপনি কেমন বড় ভাই?
হ্যাণ্ডসাম হিরো টাইপের বড় ভাই!

ছি ছি! শেষ পর্যন্ত বাইরের এক ছোঁড়ার কাছে শুনতে হলো যে তুই ম্যাজিকের সাথে প্রেম করিস!
ম্যাজিক আমার বন্ধু আমি প্রেম করি না।
ওকে ফ্রেন্ডলিস্ট থেকে ডিলিট কর!
ওর বোন হচ্ছে নেচার। সুকণ্ঠী সুন্দরী নেচার।
নেচার! সেই মেয়েটা?
ওর ফোন নাম্বার দে- তোর সব কিছু মাফ!
সেরেছে! মোনালিসার ভাই মনসুর এদিকে আসছে!
আমি কিছু করি নাই!
?
তোমার বোন নেচার কোথায় পড়ে? সে কী কী পছন্দ করে?
নেচার আপু?
আমার বোনের স্ক্রু ঢিলা। ওর ব্যাপারে আগ্রহ কেন?
স্ক্রু টাইট দেব বলে?

তো তোমার বোন সরকারী মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নী ডাক্তার?
জ্বী!
ওর গলাটা দারুণ সুন্দর। ও কি গান-টান গায়?
এতো সিরিয়াস মজনু কেস!
আমি ওর গলায় গান শুনতে চাই। তুমি নিশ্চয়ই প্রতিদিন ওর গান শোন?
জ্বী, কানে একটু তুলা গুঁজে ওর গান শুনতে বেশ ভাল লাগে
একী? আপনি?
বাংলাদেশ সরকারী মেডিকেল কলেজ
জ্বী, মানে আপনি কি অসুস্থ?
আমার নার্ভাস লাগছে। হাত-পা কাঁপছে... বুক ধুক পুক!
কোন চিন্তা নেই- ঐ চেয়ারে বসে পড়ুন
ইনজেকশন? আরে ওটা কেন?
আপনার নার্ভ শান্ত করার জন্য!

না! না! অসম্ভব! এই ঘাড়ের বেল্ট পড়ে হাঁটতে যেতে পারবে না! খ্যাত!
কিন্তু ডাক্তার বলেছে এটা অন্তত: সাত দিন পরতে হবে!
পরলেও ঐ খ্যাত জিনিসটা ঢেকে বাইরে যাবে। এই নাও, এটা পরো!
আমার গরম লাগছে!
স্টাইল আগে গরম লাগা পরে!
তোমাদের প্রেমের ভাষা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই!

বেসিক একা এ ঘরে কাজ করছে। যাই, ওকে ভচকে দিয়ে আসি!
হাই হ্যাণ্ডসাম!
?!

সত্য জানতে চাইলে
পাথরটা উল্টান
পরবর্তী গাধার জন্য
আবার পাথরটা উল্টে
রাখুন

স্যার, আজ না আপনার জন্মদিন?
এ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ...
জন্মদিনে স্যারকে আমাদের সুরভীত শুভেচ্ছা...!
হে:হে:... এখন এটা কোথায় রাখি?
... তো যা বলছিলাম...

হিহি! হিহি! হিহি!
ট্যাও ও!
হিহি! হিহি! হিহি!
ট্যাও ও!
হিহি॥ হিহি! হিহি!
ট্যাও ও!
হিহি! হিহি! হিহি!
ট্যাও ও!
ট্যা ও ও!
ভাইয়া! ভাইয়া! দেখে যাও!
মনে আছে গত বছর আমি যখন ৫০ টাকা বাগানে বুনেছিলাম তখন তোমরা হেসেছিলে? যেখানে পরে একটা গাছ গজাল আর তোমরা বললে ওটা নাকি বটের গাছ? তাঃ গত রাতে ঐ গাছে টাকা ধরেছে!
এ্যাঁ?
কই?
সব টাকা চোরে নিয়ে গেছে নিশ্চয়!

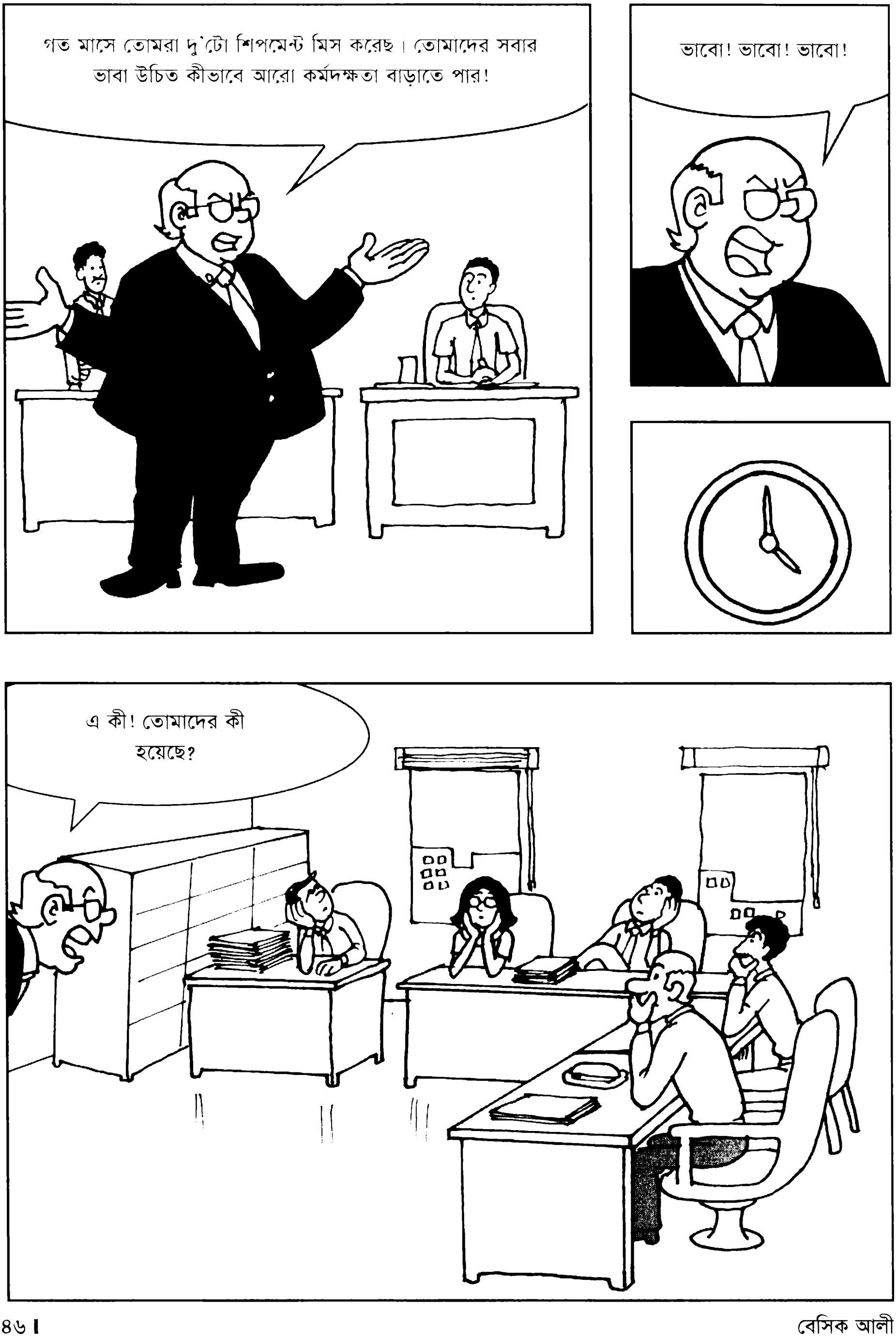
গত মাসে তোমরা দু'টো শিপমেন্ট মিস করেছ। তোমাদের সবার ভাবা উচিত কীভাবে আরো কর্মদক্ষতা বাড়াতে পার!
ভাবো! ভাবো! ভাবো!
এ কী! তোমাদের কী হয়েছে?

ফুলমতি, বাসন ধোয়া থামাও!
ঠাস!
বলে তো কোন লাভ হচ্ছে না, ইদানিং তুমি ধোয়ার সময় কেবল প্লেট-গ্লাস মাটিতে ফেলে ভাঙছ। এজন্য এই নরম ম্যাট্রেস দিচ্ছি। বিছিয়ে নাও!

তোদের মাধ্যে কে বাজারে যাবি? ম্যাজিক না বেসিক?
আমি! আমি!
না! আমি! আমি যাব!
আমার সাথে বাজারে যেতে হবে কিন্তু-
ভাইয়া যাবে ভাইয়া!
ম্যাজিক যাবে ম্যাজিক! আমি ব্যস্ত!
?
ম্যাডেস্ট! ঘরের মধ্যে কনভেয়র বেল্ট কেন?
এটা তোর বাবার কারবার!
সে আজ সারাদিন টিভিতে টেস্ট ক্রিকেট দেখছে!
হাউজ দ্যা...!

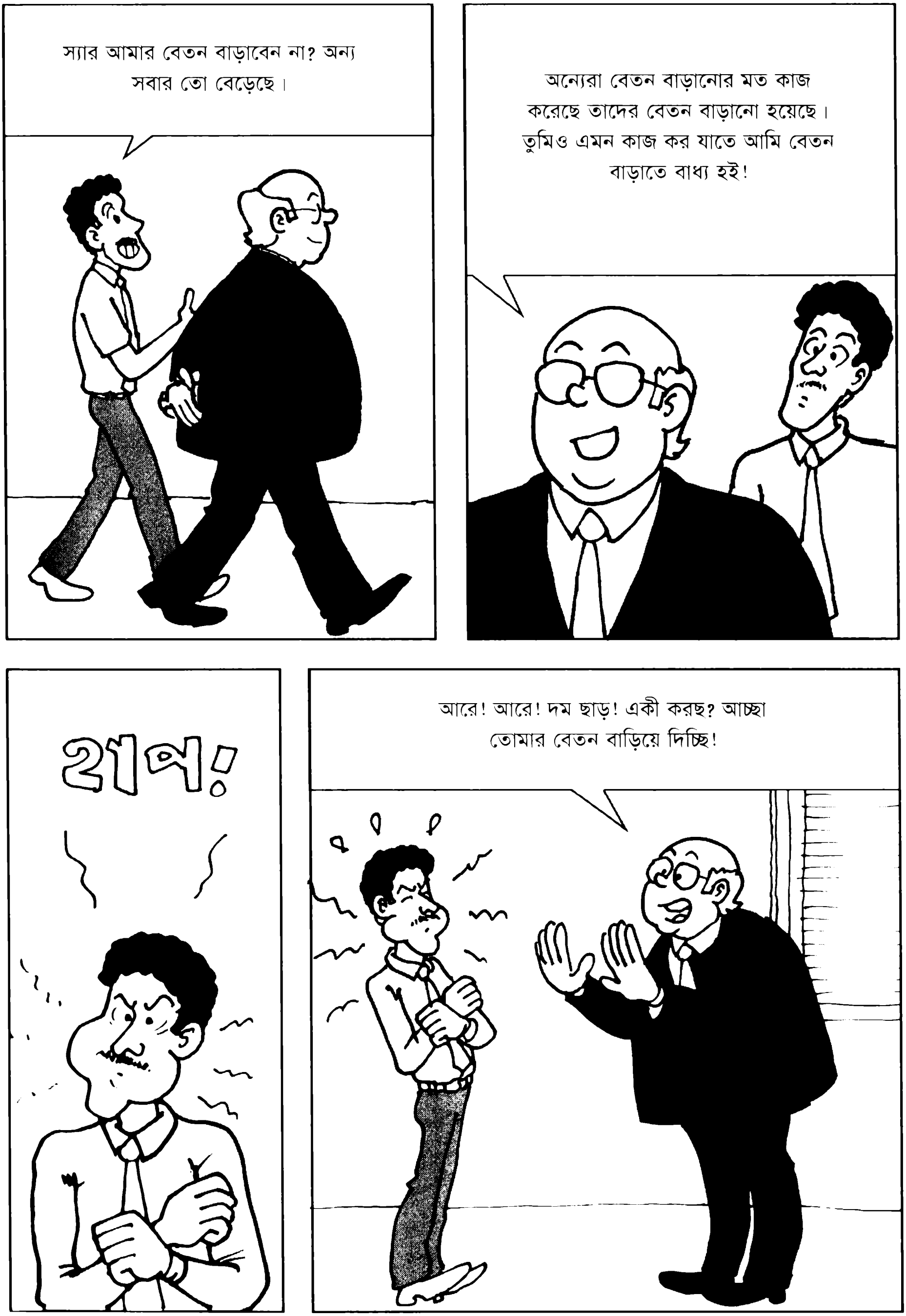
স্যার আমার বেতন বাড়াবেন না? অন্য সবার তো বেড়েছে।
অন্যেরা বেতন বাড়ানোর মত কাজ করেছে তাদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। তুমিও এমন কাজ কর যাতে আমি বেতন বাড়াতে বাধ্য হই!
হাপঃ
আরে! আরে! দম ছাড়! একী করছ? আচ্ছা তোমার বেতন বাড়িয়ে দিচ্ছি!

বাবা?
তোমার ফোন।
না তো- এটা তো তোর ফোন।
আমারটা কালো!
আরে তোমার কল এসেছে
আমার ফোনে!

আরে দোস্ত হিল্লোল কেমন আছিস? কত দিন পর তোর সাথে দেখা!
না তো!
তোর সাথে গতকালও নিউ মার্কেটে দেখা হয়েছে।
কী বলিস! আমি তো এক মাস ধরে কুমিল্লায়। নিশ্চয় ওটা অন্য কেউ ছিল?
হুঁ! তাহলে ওটা নিশ্চয় অন্য কেউ ছিল। আরে আমিও তো এক মাস ধরে নিউ মার্কেটে যাই নি।
তার মানে গতকাল নিউ মার্কেটে যাদের মধ্যে দেখা হয়েছিল তারা কিন্তু আমরা ছিলাম না।

আরে ইমরান, কবে ফিরলি?
গতকাল।
তো চাকরীর ট্রেনিং-এ সাভারে একমাস মনে হয় বেশ ভালোই ছিলি। বেশ নাদুশ-নুদুশ হয়ে গেছিস!
নাদুশ?
আরে আমার ওজন কমেছে ১০ কেজি!
বলিস কী?
আজ ঠাণ্ডা বেশী তাই বাবার ওভার কোটটা পরেছি বলে আমায় মোটা দেখাচ্ছে মাত্র!

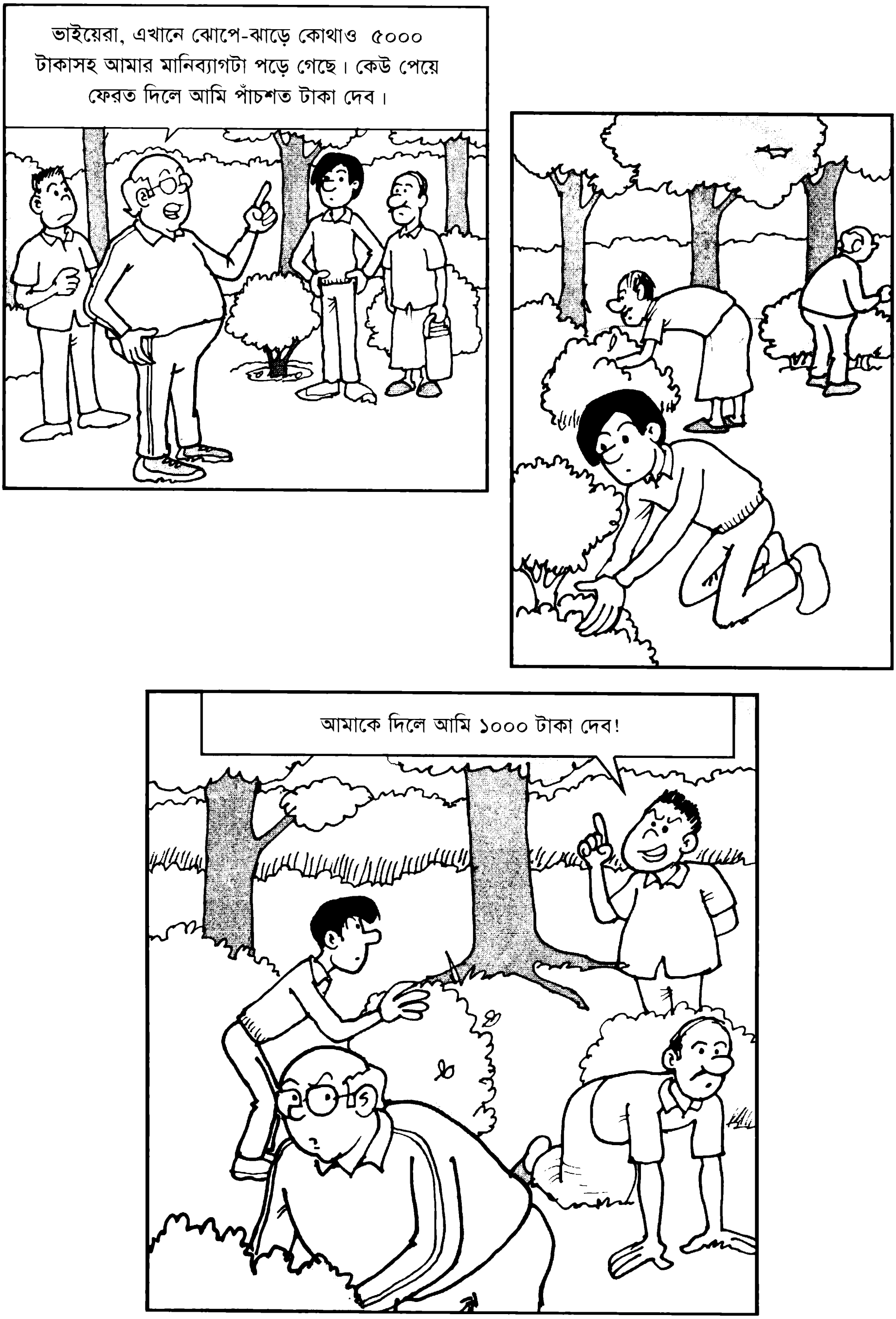
ভাইয়েরা, এখানে ঝোপে-ঝাড়ে কোথাও ৫০০০ টাকাসহ আমার মানিব্যাগটা পড়ে গেছে। কেউ পেয়ে ফেরত দিলে আমি পাঁচশত টাকা দেব।
আমাকে দিলে আমি ১০০০ টাকা দেব!

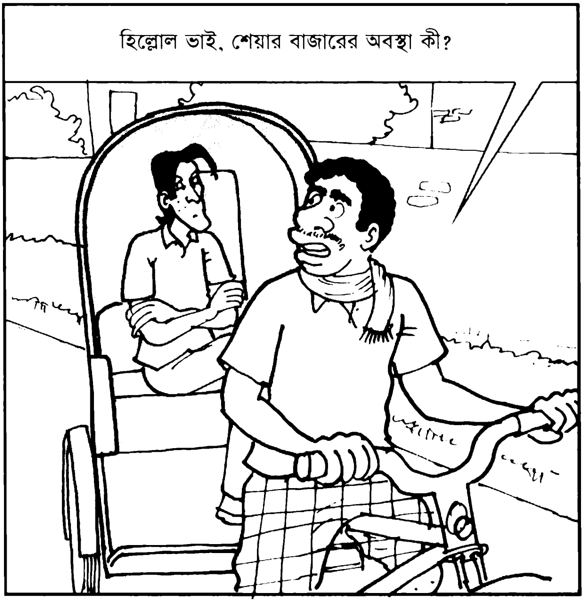
হিল্লোল ভাই, শেয়ার বাজারের অবস্থা কী?

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক বেড়েছে। সামনে সূচক আরো বাড়বে

তাইলে হিল্লোল ভাই, আমারে ২০০০ ট্যাকার সূচক কিন্না দিবেন?
আমারও বি-ও একাউন্ট আছে!

সালাম, ভাইয়ারা। হে হে... এই রিকনডিশন গাড়িডা কিনলাম আর আমার রিকসাডা ফালায়া দিলাম। এখন থিকা আমি রিকশায়ালা না!
এ কী করে সম্ভব? তুমি তো গতকালও রিকশা চালিয়েছ। একদিনে এত বড়লোক?
শেয়ার বাজারে ২০,০০০ ট্যাকা খাটাইছিলাম। হেইডা বেইচ্চা পাইছি ৪০ লাখ। এইডা বাংলাদেশ। হে হে হে!
ভাবছি, আমিও শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করে রাতারাতি কোটিপতি বনে যাব।
এ্যাঁ?
পাড়ার রিকশাওয়ালা যদি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে গাড়ি কিনতে পারে- আমি কেন বসে থাকব?
এ্যাঁ? রিকশাওয়ালা ভাই- আপনি এ কী করছেন?
ভিক্কা, ভাইডি ভিক্কা। শেয়ারে লস খায়া রাগে ভাঙলাম গাড়ি... এহন আমি ভিক্কা করি। দুইডা ট্যাকা দেন।

বাবা, তুমি একটু বেসিকের সাথে গল্প করো। আমি চট করে শাড়ি পরে আসি।
শাড়ি পরবি মা? আচ্ছা!
ও শাড়ি পরা মানে কমপক্ষে এক ঘণ্টা। চলো এ সুযোগে টাকা দিয়ে এক রাউণ্ড হয়ে যাক।
ফড়ড়
এ নিয়ে দশ দান হারলে। এভাবে হারলে আমার মেয়েকে নিয়ে শপিং করার টাকা থাকবে তো?
জ্বী মানে... জ্বী চাচা... আব্বা...
ইয়ে চাচা... আমি আর তাসের জুয়া খেলতে পারছি না। সব দান হেরে এখন আমি ফতুর।
হেঃ হেঃ
গুনে দেখি তুমি আমার কাছে কত টাকা হারলে।
৫০০০! খারাপ না। এই নাও তোমার টাকা ফেরত দিলাম।
আমার মেয়েকে নিয়ে শপিং-এ যাচ্ছ– তাই জুয়া খেলে দেখে নিলাম তোমার পকেটের অবস্থাটা!

ফুস!
ফুস!
বসিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত। চলো বেসিক, এখন আমি রেডি!
বেসিক? বাবা! একী? তোমরা ঘুমিয়ে কেন? খারাপ ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু।
ঘ্র
ঘ্র
ঘ্র
ঘ্র
আমি সাজতে মাত্র ১ ঘণ্টা ৫২ মিনিট লেগেছে। এজন্য এসব নাটক করার যুক্তি কী?
?!
তোমাকে আজ এত সুন্দর লাগছে যে আমি চোখ সরাতে পারছি না। আমি...
আমার এত সেজে তোমার সাথে বেড়াতে যাওয়াটা মনে হচ্ছে তোমার জন্য নিরাপদ নয়।

এভাবে তাকিয়ে থেক না তো। ভীষণ লজ্জা লাগছে আমার।
আরে আমার সাথে লজ্জা কিসের?
HOLDINGS
না! আমার লজ্জা...
আরে দূর!
যা আছে দে।
তাকাবই তাকাব!
বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু!
?!

তখন থেকে তোর মুখে ছাগল-ছাগল একটা হাসি দেখছি। কী ব্যাপার?
আমি অবশেষে আমার স্বপ্নের মেয়েকে দেখেছি।
তাই নাকি?
কোথায় দেখা হলো তোর ঐ স্বপ্নের রানীর সাথে?
গত রাতের স্বপ্নে!
মনে আছে- আমি সেদিন স্বপ্নে আমার স্বপ্নের মেয়েকে দেখেছিলাম। আমি গত রাতে ঐ মেয়ে 'মিনা'কে আবার স্বপ্নে দেখেছি।
দেখলাম মিনার পেছন পেছন আমি সমুদ্র তীরে দৌড়াচ্ছি। এক পর্যায়ে ওকে আমি ধরে ফেললাম। বললাম, "আমি, তোমাকে ভালোবাসি মিনা!"
তারপর? তারপর?
এরপর স্বপ্নে একটা লেখা উঠল, "অনুষ্ঠানের বাকী অংশ আগামীকালের স্বপ্নে দেখতে পাবেন।"

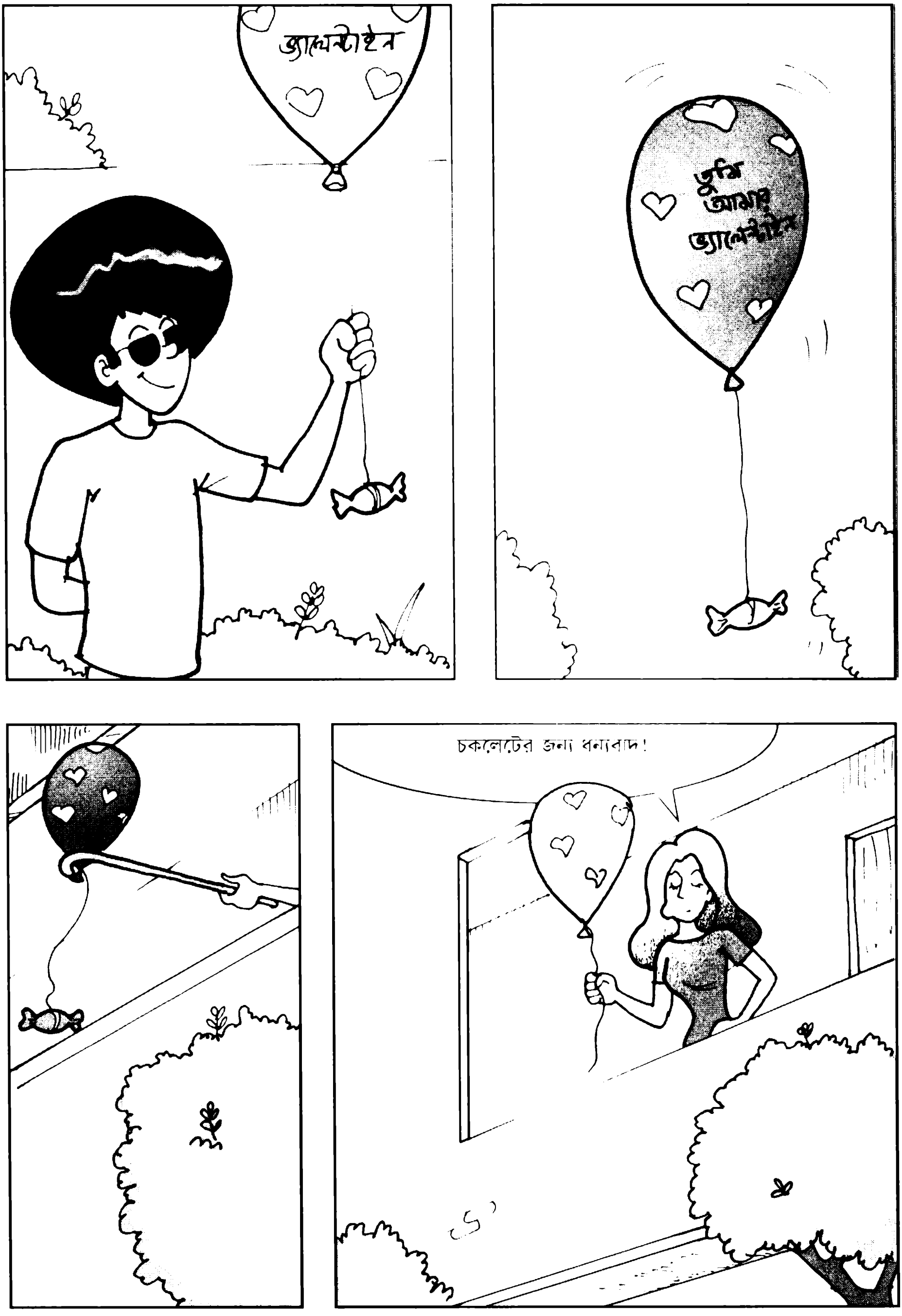
ভ্যালেন্টাইন
তুমি আমার ভ্যালেন্টাইন
চকলেটের জন্য ধন্যবাদ!

সেতার নিয়ে খেলার মাঠে এসেছিস যে? কী, আজ ক্রিকেটের বদলে সেতার বাজাবি না কি? এটা পেলি কোথায়?
নষ্ট হয়ে গেছে বলে আপা এটা ফেলে দিয়েছিল। আমি ভাবলাম এটাকে সর্বশেষ একটা ব্যবহার করা যায়।
দাঁড়িয়ে আছিস কেন মামুন– দৌড় দে! দৌড় দে!
কেন? আমি কি অপরাধ করেছি যে দৌড়াব? আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি- তোমরা আরেকটা বল কিনে আন।

এ্যাঁ? কে বলছেন বুঝতে পারছি না- কেটে যাচ্ছে।
মাসুম! আমি মা-সু-ম!
মাসুম? মা-যেমন মান্নান। সু-যেমন সুইডেন। ম-যেমন মন্টু।
মন্টু চাচা, মান্নান চাচা সুইডেনে না কী? কেমন আছেন?
আরে ধুর! আমি মাসুম!
আপনি মাসুম? কখন? মন্টু চাচা, মান্নান চাচার কী হলো? আপনি হঠাৎ মাসুম হলেন কী করে?
গুষ্টির পিণ্ডী!
অসহ্য! কোন এক কন্ট্রাক্টর আমজাদ আমার এই ফোন নাম্বারটা বিলিয়ে বেড়াচ্ছে।
রিং রিং
এখন সমানে লোক ফোন করে কন্ট্রাক্টর আমজাদকে চাইছে!
ব্যাপারটা আমি দেখছি!
আমজাদ সাহেবকে চাইছেন? (ফুঁপিয়ে) উনি তো গতকাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ওনার স্ত্রী উনার সব পাওনাদারদের টাকা পরিশোধ করছেন।
আপনি যদি একজন পাওনাদার হন তাহলে আজই এ বাসায় চলে আসুন...! ধন্যবাদ।
আশা করি এভাবে এক এক করে সবগুলোকে আমজাদের বাসায় পাঠিয়ে দিতে পারব। আমরাও বাঁচব!

আমার নতুন আর্টিস্ট রিয়াজ ফিদা আমার দেড় লাখ টাকা মেরে দিয়ে উধাও। সে আমার সাথে চুক্তি করার পর টাকা নিয়ে গায়েব। রাগে আমার গা জ্বলছে!
HILLOL MUSIC
PUBLISHER OF AUDIO CDs
ওর ঠিকানা ভুয়া। ওর ফোন বন্ধ। পুলিশে জিডি করে লাভ হয় নি। তাই ঠিক করেছি ওর নামে পোস্টার বের করব।
"একে ধরিয়ে দিন"
না! ওর অপ্রকাশিত অ্যালবামের প্রচারণামূলক পোস্টার!
শীঘ্রই আসিতেছে:
রিয়াজ ফিদার
একক এলবাম
আমি এক ছ্যাচড়া বাটপার
হিল্লোল মিউজিক নিবেদিত
হা! হা! কেমন হলো আমার প্রতিশোধ? ব্যাটা আমার টাকা মেরে দিয়েছে আর আমি এই পোস্টার দিয়ে ওর চরিত্র প্রকাশ করে দিচ্ছি।
রিয়াজ ফিদার
একক এলবাম
আমি এক ছ্যাচড়া বাটপার
পরদিন
রিয়াজ ফিদার
কোচিং সেন্টার
আমার কোন শাখা নাই
আমি মেট্রিকে পড়াই
যোগাযোগ: 8208020

হ্যালো হিল্লোল, আমি এখন বাটপার রিয়াজ ফিদার বাড়ির সামনে!
আমি বাটপারটাকে একটা উঁচু জায়গায় বসে থাকতে দেখছি।
জায়গার নাম ঋণের পাহাড়!
ঋনের পাহাড়
ব্যাটা বাটপার, হিল্লোলের দেড় লাখ টাকা মেরে পালাচ্ছিস কই। থাম! না হয় 'ছিনতাইকারী' বলে চিৎকার করে লোক জড়ো করব!
ইমানে কইতাছি আমি টাকা মারি নাই, ধার লইছি মাত্র! সামনের মাসের ৭ তারিখে শোধ কইরা দিমু।
কীভাবে?
এক নয়া মক্কেল পাইছি; ওর থিকা দুই লাখ ট্যাকা এডভান্স পাইলেই হিল্লোল ভাইকে ১.৫ লাখ দিয়া দিমু কিরা! একদম কসম!

শুনলাম তুই শেষ পর্যন্ত গুণ্ডা দিয়ে বাটপার গায়ক ফিদাকে আটকিয়েছিস!
হ্যাঁ তবে ও আমার টাকা ফেরত দিতে পারছে না। চিন্তা নেই। গায়ক যখন তখন ওকে দিয়ে আমি দুটো অ্যালবাম রেকর্ডিং করাচ্ছি।
তবে পিচ্ছিল চরিত্রের এই রিয়াজকে বিশেষ ব্যবস্থায় রেকর্ডিং করাচ্ছি যাতে দুই অ্যালবাম শেষ না করে সে পালাতে না পারে। দেখবি?
জাফলংএ দেখা হয়েছিল ও ও...
জিমি জিমি জিমি জিমি আ যা আ যা আ যা
হ্যারে হিল্লোল, ঐ বাটপার গায়ক রিয়াজকে বন্দুক ধরে গান গাইয়ে লাভ কী হচ্ছে? ওর গান বিশ্রী, ওর সিডি চলবে না... তুই ওকে দিয়ে আরো লস খাবি।
জানি!
আমার লস হোক কিন্তু ঐ ব্যাটা যেন জীবনেও কাউকে বলতে না পারে যে সে গায়ক... এ জন্যেই আমি ওর সিডি বের করছি!

আমাকে দিয়ে ছবি আঁকাতে চাও মামী? কিন্তু আমি আসলে...
কোন কিন্তু না। তুই নাকি সবার ছবি এঁকে বেড়াচ্ছিস...
ভাল আঁকলে টাকা দেব।
হয়ে হয়ে গেছে!...
এ কী! আমাকে এমন পোটকা মাছের মতো এঁকেছিস কেন?
ওটা আয়না মামী! আমি তো চেহারা আঁকতে পারি না।
তুই তোর দাদার দিকে খেয়াল রাখিস উনি আবার সব কিছু ভুলে যায়। উল্টা পাল্টা কাজ করে।
চিন্তা নেই বাবা।
দাদা? তুমি এটা কী পরেছ? কোথায় যাচ্ছ?
যাই একটু পাড়ার মুসল্লিদের সাথে গল্প করে আসি।
সে ক্ষেত্রে এই টুপিটা পড়ে নাও।
কেন? আমি তো একটা টুপি পড়েই আছি!

বাবা আমি অফিস যাচ্ছি। তুমি কিন্তু ঘি কিংবা গরুর মাংস খেও না। বয়স তোমার ৮০!!
আমাকে একটু পুরান ঢাকায় কোর্ট ভবনে নামিয়ে দিতে পারবি?
অবশ্যই। সাথে ড্রাইভারও দিয়ে দিচ্ছি। কী ব্যাপার?
আমাকে বিভিন্ন সময় তুই হুমকি ধামকি করিস বলে তোর বিরুদ্ধে মামলা করব?
আচ্ছা বাবা, আপনি এ পর্যন্ত জীবনে কতগুলো মামলা করেছেন?
প্রায় ৫০০০!
৫০০০!! বলেন কী? এত মামলা কার বিরুদ্ধে করেছেন?
সবার বিরুদ্ধেই করেছি। তবে ৯০% বিভিন্ন সরকারের বিরুদ্ধে।
আরে আমি এসব মামলা করেছি বলেই তো দেশে এখনো কিছুটা আইনের শাসন আছে!

দাদা তোমার দাঁত সামলে বসো। সামনের রাস্তা একদম ভাঙ্গা
অসুবিধা নেই।
কোৎ!
সে কী দাদা! তুমি কী আলগা দাঁত গিলে ফেলেছ?
এ্যাঁ! ফাই ফো মনে হফে!
বাবা তোমার জন্য নরম খাবার আছে। তুমি এসব রোস্ট-ফোস্ট খেয় না।
খাবই খাব!
আমাকে এই মুরগির রোস্ট খাওয়া থেকে তুই কীভাবে থামাস দেখি!
কেমন হয়েছে বাবা?
উমম!
খুবই ভাফো, বৌমা!

বুঝলে বৌমা, তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় কারণ তুমি কেবল দারুণ রান্নাই করো তাই না তুমি ঐ নচ্ছার তালিবকে সারা জীবন লাইনে রেখেছ।
কেন বাবা, তালিব নচ্ছার কেন?
কারণ সে রেগুলার আমার পকেট মারত। একদিন ওকে হাতে-নাতে ধরে দিলাম আচ্ছাসে পিট্টি... চিন্তা করো– আমি এক আইনজীবী...
এহম!
ওটা তালিব ছিল না। তোমার ছোট ছেলে সবুর তোমার পকেট মারত।
ঐ হলো একই তো কথা!
হিঃ হিঃ ভাইয়া এই মাত্র বাবার পকেট থেকে বহুদিন পর টাকা মারলাম।
আবারো!
যেহেতু বাবা টাকা পয়সা নিয়ে কাইস্টামি করে তাই ওনার টাকা মেরে মাকে দিতে খুব আনন্দ লাগে। আজও ২০০০ টাকা মেরে দিয়েছি। এই যে...
আরে? এতো আসল টাকা না... টাকার ফটোকপি!
হুঁ। বাবা তো ইদানিং পকেটে ক্যাশ টাকা রাখেন না!

তালিব!! তুই আমার ২০০০ টাকা চুরি করেছিস শয়তান...!
ওগুলো টাকা না। টাকার ফটোকপি!
সে যাই হোক। তোকে এই লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সোজা করে দেব তালিব!
বাবা আমি তালিব নই। আমি সবুর। তোমার সব চেয়ে ছোট সন্তান।
তুই কী বলতে চাস তোকে সারা জীবন ভুল নামে ডেকে এসেছি? আমার সাথে মামদোবাজি? বলি আমি কি তোর বাপ?
অ্যাডভোকেট চৈতন্য শর্মা
আমি আমার ছেলে তালিব আলীর বিরুদ্ধে মামলা করতে চাই। কারণ সে আমাকে রোস্ট খেতে দেয় না।
আপনি পাগল হয়েছেন? না কি?
অ্যাডভোকেট ইমরান আলম
আমি অ্যাডভোকেট চৈতন্যের বিরুদ্ধে মামলা করব কারণ সে আমাকে পাগল বলেছে।
কী, পুরো-পাগল না আধ-পাগল?

না রে, অ্যারোসল শেষ হয়ে গেছে। তেলাপোকা মারতে চাস তো এই নে এক প্যাকেট ন্যাপথালিন।
ন্যাপথা... কী?
ন্যাপথালিন আগে তো আমরা ন্যাপথালিন দিয়ে পোকা দূর করতাম।
আচ্ছা!
টক!
টক!

VERY BUSY
TAKING A BREAK
I LOVE TEA
এ কি? তুমি এসব নোটিশ টাঙ্গাচ্ছ কেন? তুমি “খুব ব্যস্ত” কিংবা “চা খেতে ভালোবাস” এসব নোটিশ কেন?
এ হচ্ছে DESKBOOK যেখানে ডেস্কের ওপর বিভিন্ন স্ট্যাটাস লেখা থাকে। তুমি চাইলে আমার স্ট্যাটাসের পাশে তোমার কমেন্ট লিখে যেতে পার।

মলি? এই মলি- এসো না, বারান্দায় এক সাথে চা খাই!
চলো!
এ কী! মুখে এসব কাদা লাগিয়ে বসবে না কী? ধুয়ে আসো।
এই ফেসপ্যাক আধ ঘণ্টা লাগিয়ে রাখতে হয়। এখন ধোব না!
দাঁড়াও!
আমার সাথে জেদ করে মাথায় এসব কী লাগিয়ে এসেছ।
শেভিং ফোম। চামড়া মসৃণ করে!

পকেট থেকে এটা কী বের করে রাখলে? প্লাস্টিকের চুলের ব্রাশ?
হ্যাঁ!
চুলের ব্রাশ!
হ্যাঁ! হ্যাঁ!
মাথা ভরা টাক নিয়ে কোন মেয়ের সাথে টাংকী মারতে চুলের ব্রাশ কিনেছ এ্যাঁ?
কেন তোমার সাথে!
খবদ্দার মলি! আমার প্লাস্টিকের চুলের ব্রাশ ফেললে ভাল হবে না!
TOO LATE, তালিব! ঐ ক্ষ্যাত ব্রাশ আমি ফেলে দিয়েছি।
বেশ! তাহলে আমিও তোমার ক্ষ্যাত হেয়ার স্প্রে আর হেয়ার জেল ফেলে দিলাম!
ঐ ক্ষ্যাত জিনিস দুটোও তোমারই ছিল!

?
কী রে হিল্লোল। তুই শখ করে বৃষ্টিতে ভিজছিস না কী?
এ্যাঁ? না। অমন শখ আমার নেই। আমি তো ছাতা নিয়ে হাঁটছি।
তাহলে ছাতাটা খুলে নে!
তাই তো বলি আমি ভিজছি কেন!
দোস্ত আমাকে দু'দিনের জন্য এক হাজার টাকা ধার দে!
এর আগে তোর থেকে এক হাজার টাকা ধার করেছিলাম। তোকে প্রমিজ করেছিলাম যে তোর জন্মদিনের মধ্যে ঐ টাকা শোধ করব।
তাই?
এই নে সেই টাকা। আর শুভ জন্মদিন!
থ্যাংক ইউ!

বাঃ তুই মাছ ভাজি করছিস না কী? তুই তো জীবনেও রান্না করিস না। আর মাছও খাস না।
টিভিতে মাস্টার শেফ প্রোগ্রাম দেখে আমি অনুপ্রাণিত। এ মাছ আমি তোমাদের খাওয়াব।
তো মাছটা পানি দিয়ে ভাল করে ধুয়েছিলি?
কেন? পানি দিয়ে মাছটা ধোব কেন? এটা তো সারা জীবন পানিতেই ছিল।
আশ্চর্য! আমাকে আমার মাছ দিয়ে মারতে চাইছ কেন?

আমাদের চেয়ারম্যান অপব্যয় করতে খুব পছন্দ করেন বলে এই আজাইরা পার্টিটা দিয়েছেন। কী বলেন ম্যাডাম?
আপনি জানেন আমি কে?
না!
আমি চেয়ারম্যান সাহেবের স্ত্রী!
আপনি জানেন আমি কে?
না!
ভাগ্যিস!

আ- ভুচিয়া!
ভু...কী? এর মানে কী?
ভুচিয়া। এর কোন মানে নেই। তবে এটা বলে যে কাউকে চমকে দেয়া যায়।
ভুইচ্চা!
কী রে বল্টু?
আরে ভুইচ্চা না! ভুচিয়া! ভুচিয়া!
ভুচ্চে!
হলো না। এই দ্যাখ...
ভুচিয়া!
NEXT
ভুইছ্ছা!
হয় নি!
ভুচুয়া!
গাধা! সব গাধা!
... তোরা একটা অর্থহীন ফাজলামিই শিখতে পারিস না। তোরা পড়াশুনা করিস কীভাবে? পরীক্ষায় পাশ করিস কী করে?

ওয়েটার আজ প্রথমে এই আইটেমটা নিয়ে আসেন PADRO FELLINI
Italian Cuisine
কিন্তু...
কিন্তু আবার কী? আপনাদের PADRO FELLINI আছে কী নেই? এটাই তো প্রথম ITEM.
... মানে...!
যান, নিয়ে আসেন!
সব সময় এখানে এসে পিৎজা খাই কারণ অন্য কোন আইটেম চিনি না। তাই আজ নতুন জিনিস অর্ডার দিলাম।
... স্যার PADRO FELLINI। উনি এই হোটেলের ইটালিয়ান মালিক এবং ওনার নামেই এই হোটেল।
HELLO!

হাঃ হাঃ হাঃ হোদল খানের আরেকটা দাঁত খিচানো হাস্যকর পোস্টার।
প্রেমগিভ
PREM GIVE
কেন ভাই, এই পোস্টার হাস্যকর লাগছে কেন?
কারণ হোদল খানের সব সিনেমার পোস্টারই দাঁত খিঁচানো। যেন ডেন্টিস্টের চেম্বারের সাইনবোর্ড!
হোদল খান একটা চরম গাধা!
কি-ছে?
আয় তোরে হোদল চিনাই!
হি হি হি
এহম
বাঃ! আপনার সাথে এই হোদল খানের তো দারুণ মিল!
হ্যাঁ, তবে আমার ঐ রকম মোচ বা আঁচিল নেই।
একটু দাঁড়ান!

ইয়ে নেচার (ঢোঁক গিলে) আমার মনে হয় আপনাকে... তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না!
এক মিনিট
আপনার মাথা ঠিক আছে কী-না, দেখছি!
কেমন আছ নেচার? আমি সারা দিন কেবল তোমার কথা ভাবছি!
তোমার হরিণের মত চোখ আমায় হাতছানী দেয়। যেন বলছে...
ভাগ! শয়তান!
না! না! ওটা তোমাকে না মশাদের বলছি!

হ্যালো নেচার, আমি মনসুর বলছি। আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি?
আচ্ছা, আমার যদি ... খক... খক... খক... খোয়াৎ! খোয়াৎ!
আপনি কি কোন কাশির ওষুধের নাম চাইছেন?
খ্যাতাত! থুঃ! খৎ। আরে না!
আঃ আমি এক্ষুণি একটা মশা গিলে ফেলেছি!

এটা আমার নতুন আবিষ্কার ঃ এক মিনিটে চুল কাটার যন্ত্র।
চুল কাটার যন্ত্র?
এটা কীভাবে কাজ করে তা দেখাচ্ছি...
?
এই যে সব চুল কাটছে!
কড়ড়ড়!
ম্যাডেস্ট! ভাইয়ার হাত থেকে বাঁচাও!
??
আমার আবিষ্কৃত চুল কাটার মেশিন দিয়ে তোর অমানুষ চুলকে এক মিনিটে মানুষ করে দিতে পারি।
মাত্র এক মিনিটে!
কড়ৎ! কড়ৎ!
কই, আয়নাটা দে দেখি কেমন চুল কেটেছিস।
ম্যাডেস্ট! ম্যাডেস্ট আমাদের ঘরে এক অচেনা ছেলে ঢুকে গেছে!

প্রাণ প্রিয় আব্বাস, আমি তোমার অপেক্ষায় প্রতিদিন গাব গাছের নিচে বসিয়া থাকি। তুমি কবে আ...
কী হচ্ছে আব্বাস?
এ্যাঁ? স্যার! ওঃ আমার নতুন বউ গ্রাম থিকা চিঠি লেখছে। আমি তো পড়তে পারি না। তাই ভাইয়ায় পইড়া শুনাইতাছে।
তো তুমি ম্যাজিকের কান চেপে দাঁড়িয়ে আছো কেন?
আমার বউ চিঠিতে আমারে কী কইছে সেইটা যেন ভাইয়ায় শুনতে না পারে তাই কান চাইপা রাখছি!

ভীষণ গরম লাগছে রে!
লাগবেই তো। এই গরমে পুল ওভার পরে আছিস! খোল!
তাও গরম লাগছে।
শার্টের নিচে কিছু পরেছিস না কী?
সে কী! শার্টের নিচে সোয়েটার!
আরে এই সোয়েটারটাই তো গত দু'মাস ধরে খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

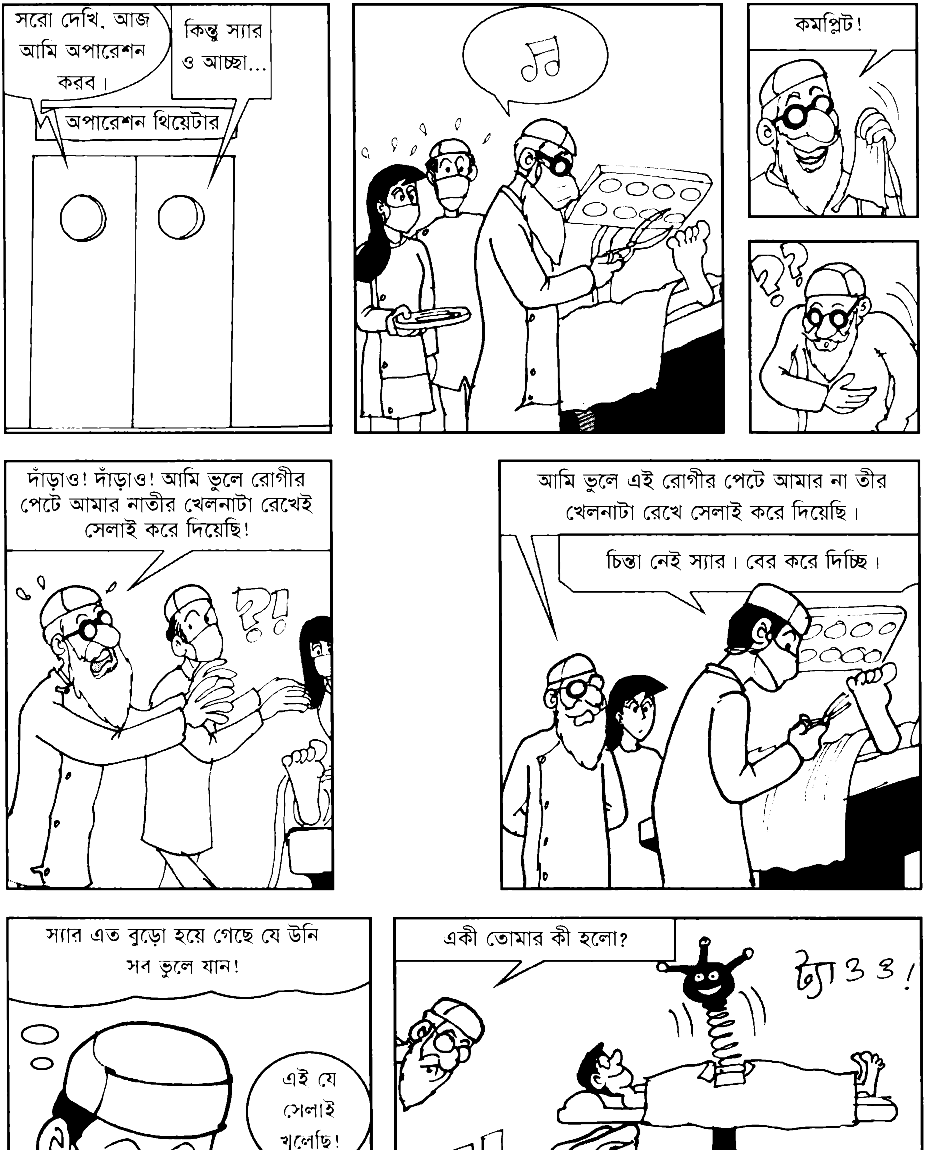

সরো দেখি, আজ আমি অপারেশন করব।
কিন্তু স্যার ও আচ্ছা...
অপারেশন থিয়েটার
কমপ্লিট!
দাঁড়াও! দাঁড়াও! আমি ভুলে রোগীর পেটে আমার নাতীর খেলনাটা রেখেই সেলাই করে দিয়েছি!
আমি ভুলে এই রোগীর পেটে আমার না তীর খেলনাটা রেখে সেলাই করে দিয়েছি।
চিন্তা নেই স্যার। বের করে দিচ্ছি।
স্যার এত বুড়ো হয়ে গেছে যে উনি সব ভুলে যান!
এই যে সেলাই খুলেছি!
একী তোমার কী হলো?
ট্যাও ও!

রূপবানে Dancing
কোমর দুলাইয়া...
থাম! তোমার ব্যাঙ-এর মতো
গলায় গান গেও না!
কেন নয়? একদিন দেখবে এই
গলা নিয়েই আমি এত বিখ্যাত হব
যে ভক্তরা সদা আমাকে অনুসরণ
করবে।
তুমি ইতোমধ্যেই বেশ কিছু ভক্ত জোগাড়
করে ফেলেছ!
ভৌউউ!

এ কী হাসান? আমার শখের ফজলি আম গাছে আমের বদলে এ সব কী ঝুলছে?
কই?
কই? আরে ব্যাটা আমার আম গাছে কাঁঠাল ঝুলছে কেন? তুই কী করেছিস আমার গাছের?
স্যার ঐডা কাডাল গাছ। আপনের আম গাছ ঐ দিকে!
ভাগ্যিস!
এর মানে কী বাবা? তুমি কতগুলো মাটির আম গাছে আংটা দিয়ে ঝুলাচ্ছ কেন?
গত রাতে পাড়ার টোকাইরা আমার আম গাছের অর্ধেক আম সাফ করে দিয়েছে।
আজ ওরা ইচ্ছে মতো এই আম পেড়ে খেলে আমি শান্তি পাব!

হ্যালো? দয়া করে আপনার কুকুরটাকে ঘেউ ঘেউ করা থামান! ক্লিক
?!
রাত ৩টায় ফোন করে আজাইরা কমপ্লেন। কাল দেখে নেব!
পরদিন রাত ৩টায়।
হ্যালো আমি ফোন করেছি এটা জানাতে যে গত ১ মাস ধরে আমাদের কোন কুকুর নেই!

তুই কি রাতারাতি আর্টিস্ট হয়ে গেলি নাকি?
শুধু তাই না আমি একটা ছবি আঁকার কাজও পেয়ে গেছি!
আঃ! রহমানিয়া ভবন হচ্ছে এই এলাকার সবচেয়ে পুরানো বাড়ি। এটা নিয়ে কাজ করব ভেবেই শিহরিত হচ্ছি!
ভালই হয়েছে ম্যাজিক!
ভাড়া হইবে

বললাম তো ভাই, এটা আমার দোষে হয় নি।
তাহলে কি আমার দোষে আপনি একসিডেন্ট করেছেন?
ঐ যে দেখেন কলার খোসা। ওটাতে আমার গাড়ি পিছল খেয়ে ঘুরে গিয়েছিল!
দেখ কেমন হিংস্র হয়ে গেছে ঢাকার বেয়াদপ মশাগুলো।
শয়তান মশাগুলো আমার গাড়ির চাকাগুলো সব কামড়িয়ে পাংচার করে দিয়েছে।

আমার নতুন আবিষ্কার: সুলভ অগ্নি নির্বাপক
এতে আছে এক তরল পদার্থ যা আগুনে ঢালা মাত্র নিভে যাবে। এই তরল পদার্থ প্রতি লিটার ২০ টাকায় বিক্রি করতে পারি। আর পাত্রটা ৫০ টাকা।
এটা কি নিরাপদ? এই তরল পদার্থটা কী
অবশ্যই নিরাপদ।
এ হচ্ছে H_2O-মানে পানি। রংচং প্যাকিং করলে লোকে ভাবছে এটা না জানি কী!
সুলভ অগ্নি নির্বাপক। মূল্য ৭০ টাকা। তরল রিফিল: ২০ টাকা লিটার, প্রস্তুতকারক নেচার কেমিক্যাল লিঃ
না আপু এখনো একটাও বিক্রি করতে পারি নি...
হু মনে রাখিস তোকে ৪০% কমিশন দেব।
আপু! আপু! এই মাত্র একটা বিক্রি করেছি... উপস।
ব্যাটা ক্রেতা আমার মাথায় পুরো পাত্রটা ঢেলে বলল, 'বাটপার! পানি বেচ না?'
প্রস্তুতকারক নেচার কেমিক্যাল লিঃ

৫০০ টাকা ধার দে- সত্যি আমি কাল ফেরত দেব!
দিচ্ছি। তবে এবার বাটপারির চেষ্টা করলে খবর আছে।
এই নে তোর বাকী ৫০০। মনে রাখিস তোকে সব বাকী শোধ করে দিয়েছি।
ম্যাডেস্ট এক দিনের জন্য ৫০০ টাকা ধার দাও না!
আচ্ছা!
এই যে তোর ৫০০!
বাবা ওকে কোন ৫০০ দিও না। ও একটা নতুন বাটপারি শুরু করেছে!

ওয়েটার, এই মুরগি লোহার মত শক্ত! এটা পাল্টে দাও!
স্যার, এখানে খাবার পাল্টানো হয় না।
তাহলে ম্যানেজারকে ডাক। ওর গলায় আমি এই মুরগি ঠেসে হোটেলে থেকে যাব।
ম্যানেজারকে ডাকা যাবে না। এদিকে আসুন।
এই লাইনে দাঁড়ান। আপনার আগে আরো ৮ জন আছে!
ম্যানেজার ১০০

আরে হিল্লোইল্লা!
সরি ভাই...। আপনাকে আমার বন্ধু ভেবে পিঠে থাপ্পড় মেরেছি।
তাই বলে বন্ধুকে এত জোরে থাপ্পড় দেবেন?
এই মিয়া, আমার বন্ধুকে আমি জোরে থাপ্পড় মারলে আপনার কী আসে যায়- এ্যাঁ?

হিল্লোল আসছে- ওর একটু মাথা খারাপ করব।
আরে তৌহিদ, কত দিন পর তোর সাথে দেখা তোর তো চেহারাই পাল্টে গেছে! বাংলাদেশ আর্মিতে ঢুকলে অবশ্য এমন পাল্টে যাওয়াটা অস্বাভাবিক না।
এ্যাঁ?
আমি আমার খালাতো ভাই তৌহিদ? আমি আর্মিতে নাকি!
অবশ্যই!
আরে! আরে! যাচ্ছিস কোথায়?
আরে আমি আমার খালাতো ভাই হয়ে গেছি। পাল্টে আসছি।
রিয়া আসছে। ওকে একটু বোকা বানাই।
আরে ফারিসা, কত দিন পর দেখা! তুমি কত পাল্টে গেছ। তোমার লম্বা চুল কোথায়? চশমাটাও কী বাদ দিয়ে দিয়েছ?
ফাজলামি কোরো না তো। তুমি জানো যে আমি রিয়া হক।
ওমা! তুমি দেখছি তোমার নামও পাল্টে ফেলেছ!

বাজারের টাকা মারাকে কেন্দ্র করে তোমার দুই ছেলে ঝগড়া করেছে। গত তিন দিন ধরে কেউ কারো সাথে কথা বলে না। ওদের দূরত্ব ক্রমশই বাড়ছে!
কই? আমি তো দেখছি ওরা দিব্যি এক সোফায় বসে টিভি দেখছে।
?
?
?
বেয়াদপ! যা তোর বড় ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে কথা বল!
আরে! আরে!
ভাইয়া! আমি ?????
দেখেছ? সে মুখে কুলুপ এটে বসে আছে! ওর সাথে কথা বলে লাভ কী?

আমরা ঠিক করেছি, তুই যদি ম্যাজিকের সাথে কথা না বলিস, তাহলে আমরাও তোদের সাথে কথা বলব না!
হেঃ!
কয়েক ঘণ্টা পর...
ক্রিং ক্রিং!
খালা, আমি হিল্লোল...
কী ব্যাপার হিল্লোল?
বেসিক রাতে চিংড়ির মালাইকারী দিয়ে ভাত খেতে চায়। ঝাল করে রান্না করবেন।
?!
আলী পরিবারে চলিতেছে
অশান্তি
(সাদা-কালো)
কেউ কারো সাথে কথা বলছে না!
ধুত্তোর!
ম্যাডেস্ট আমি কথা বলা শুরু করেছি। SMS করে খাবার চাইবার ধৈর্য আমার নেই।
ম্যাডেস্ট!!! আমিও!

হাদ্দাদ স্যার, আপনার কিছু VISITING CARD পেতে পারি? আপনার CARD খুব কাজে আসে।
তাই? তাহলে এই কার্ডের বাক্সটাই নিয়ে যাও।
চিন্তা নেই রিয়া। ছোলা খাবার জন্য চামচের বিকল্প জিনিস নিয়ে এসেছি।
তুমি এই বেয়াদব ছেলের বিচার কর! সে আমার কাছে মিথ্যা অভিনয় করে এক প্যাকেট ভিজিটিং কার্ড হাতিয়ে নিয়েছে। পরে দেখি সে ঐ কার্ডকে চামচ বানিয়ে বুট খাচ্ছে!
এটা সত্যি যে আমি আপনার দুটো ভিজিটিং কার্ড চামচ বানিয়ে ছোলা খেয়েছি। কিন্তু বাকি কার্ড তো নষ্ট করিনি।
তাই? ওগুলো কোথায়?
ওগুলো দিয়ে এক সেট তাস বানিয়ে খেলেছি। আসুন আমাদের সাথে বসুন।

গতকাল বিকেলে আমার বাসার নিচে আসলে না কেন?
না আসলে তোমার কী? তুমি তো আমাকে ভালোবাস না।
হয়তো একটু একটু ভালোবাসি
অমন ইয়াহু বলে লাফানোর দরকার কি ছিল?
ভুস!
আরে আমি মোটেও টাংকী মারছিলাম না!

পানি ছিটানোর জন্য আমি দুঃখিত... আরে?
আবে হালা দেইখা চ... আরে?
কঞ্জুস কাদের?
বিটলা বেসিক!
দোস্ত কেমন আছিস। প্রায় দুই বছর পর দেখা। সব ভাল তো?
তো যা বলছিলাম ... আবে হালা দেইখা চলতে পারস না? চিনস আমারে?

হিল্লোলের মা! এই দেখো মাত্র ৫০০০ টাকা দিয়ে চোরাই মার্কেট থেকে কী কিনে এনেছি!
এটা দেখলে তোমাদের সবার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।
কী জিনিস?
বাঘের চামড়ার গালিচা!

ওয়েটার আমাদের জন্য দুটো পিৎজা দেবেন, আর...
না, না আমার তেমন খিদে নেই। একটাই নাও। আমি এক টুকরো খাব।
তুমি নিশ্চিত?
একদম নিশ্চিত। খিদে নেই।
আজ কিন্তু আমার বিল দেয়ার কথা।
তাহলে আমার জন্য দু'টো পিৎজা। একটা বার্গার, একটা সালাদ। আর বড় করে একটা কোল্ড ড্রিংকস!
সে কী বেসিক? অফিসে এসেই ঘুমিয়ে পড়লে কেন? অসুস্থ?
আরে না, সারা রাত জেগে ছিলাম বলে ঘুম আসছে।
জেগে ছিলে কেন? কোন মেডিকেল ইমার্জেন্সি?
না, না, অন্য একটা জরুরী কাজ।
কী, অফিসের কোন কাজ?
আসলে সারা রাত জেগে ডিভিডিতে মিস্টার বিন দেখেছি!

না! না! আমার ঘর গোছাবে না। আমার ঘরের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তুমি হাওয়া করে দেবে।
না। তোর ঘর জঘন্য নোংরা।
না। যাও। আমার ঘরে যাবে না। আমার সব কিছু পরিষ্কার!
আমি দেখছি তুইও নোংরা
এই দ্যাখ তোর গা থেকে কত ধুলো বের হয়।
এই দ্যাখ, তোর পেয়ারের মুরগিরা কীভাবে আমার বাগানে খুঁড়ে খুঁড়ে নষ্ট করছে। এদের থামা, না হয়...
এক মিনিট...
মুরগিদের গায়ে বাচ্চাদের মোজা পরাচ্ছিস!
?
!

বাহলু ভাই, তুমি হচ্ছো নির্মাণ কাজের সুপার ভাইজার। ইদানিং আমি যখনই আসি, তোমাকে দেখছি তুমি হয় ঘুমাচ্ছ, না হয় ঝিমাচ্ছ।
বস, কয়দিন ধরে রাতে একদম ঘুম হচ্ছে না। দিনে কাজে এসে ঘুমিয়ে পড়ছি।
চিন্তা নেই। কাল থেকে তুমি রাতে নির্মাণ কাজ সুপারভাইজ করো!
পরের রাতে...
ঘ্র!
ঘ্র!

না, ম্যাজিক ট্রিক দেখব না। আমার ৫০০ টাকা ধার নিয়েছিলে ওটা ফেরত দাও।
আরে আমি কেবল বলছি যে আমি না দেখে তাস তুলব...
সেগুলো সব টেক্কার তাস। আমার যদি ভুল হয় তাহলে তুই ঐ ৫০০ টাকা ফেরত পাবি না। ব্যস!
তোমার যদি ভুল হয়... আচ্ছা!
তোমার তোলা তাসে কোন টেক্কা নেই! তুমি ভুল!
ধ্যাৎ! ভেবেছিলাম ঠিক হবে। অনেক ভুল হলো। তাই তুই টাকা ফেরত পাবি না।
আপু এই আয়ুর্বেদিক স্মৃতি বর্ধক ওষুধটা দিল। এটা এক চামচ খেলে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি মনে পড়ে। এই দেখ।
এবার তুমি ওষুধটা খেয়ে দেখ।
আঃ! মনে পড়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টায় তুমি আমার থেকে ৫০০ টাকা নিয়েছিলে ১ দিনের জন্য। মনে পড়ে?
না!
কই? আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না!

এই ফাইলটা চেয়ারম্যান স্যারকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে আন। ইয়ে উনি ইদনিং ওনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিয়েছেন। ওনার ঘরে গিয়ে অবাক হয়ো না।
আর আই খান সাহেব আবার নতুন কী করলেন ওনার ঘরে?
আসব স্যার?
ফাইলটা ছুড়ে দাও।

হিঃ হিঃ এই পাঁচ টাকা কয়েনে সুপার গ্লু লাগিয়ে একটু মজা করি!
ই বা কেডা ৫ টিকার পয়সা ফেলাই গেছে!
ট্যাকা উডে না ক্যান!
কইকটি খাইয়ুম!
কী রে মামুন, আধঘন্টা ধরে তুই গোল্ড ফিসটার কী এত পর্যবেক্ষণ করছিস?
খেয়াল করে দেখলাম, মাছটার প্রচণ্ড পিপাসা। সে সারাক্ষণ পানি খাচ্ছে কিন্তু এক ফোঁটা পানিও কমাতে পারছে না!

হ্যারে হাসাইন্না... ডাব চুরি করুম কেমনে... ঐ দেখ, এই বাসার কুত্তায় বাইর হয়া আইছে!
আরে দূর! ঐডা আর কী করব, ঐডা একটা নেড়ি কুত্তা মার ঢিল।
ঐডা যেমুন নেড়ি কুত্তা আমরা হেমন নেড়ি চোট্টা... দৌড় দে!!
দারোয়ান ভাই ঐ গাদ্দার কুকুর মার্স যদি ফিরেও আসে ওকে ভুলেও বাসায় ঢুকতে দেবেন না।
কীরে তুই সাত সকালে মার্সের ওপর খেপলি কেন?
খেপব না? গত রাতে চোর এসে ছিল, আর মার্স ছিল চুপ!
চোরটা যাবার সময় আবার দেয়ালে আমার জন্য চিঠি লিখে গেছে।
কিছু পাই নাইক্কা। তাই
কুত্তা টা লইয়া গেলা
- চুর

এই ব্যাটা! জলদি এক ব্যাগ ট্যাকা দে- নইলে গুল্লি খা!
এ্যাঁ?
আপনি বাম পাশের কাউন্টারে যান
কী? কেন যামু?
এই কাউন্টারে আমি কেবল টাকা জমা নেই।
মানে?
ঐ কাউন্টার থেকে মানুষ টাকা তোলে!
ওঃ সরি ভাই!

... আগে আপনাদের গুণ আমাকে দেখান। একটা গান করেন দেখি?
গান?
আ'ই যা রে মন দিতাম ছাই... হেতায় আ'রে ঠোয়ায় আই হেতারে ঠোয়াই...
ওরে বাপরে থামেন!
ভয়ংকর! আপনাদের দিয়ে সিডি হবে না। আপনারা একদম গান গাইতে পারেন না।
জানি ছার। আমরা কলের মিস্তিরি। আপনের বাতরুমের কল সারাইতে আইছি। বাতরুমডা কোন দিকে?

তোরা দ্যাখ তোর বাবার ছাত্র জীবনের ট্রাংক থেকে এটা কী পেয়েছি!
শার্ট?
লুঙ্গি?
এ হচ্ছে তালিবের ১৯৭৩ সালের বেল বটম প্যান্ট। এটা বানিয়ে সে পাড়ার সব ছেলেদের বেলবটম প্যান্টকে হারিয়ে দিয়েছিল।
সে অবশ্য প্যান্টটা একটা লুংগি কেটে মাঝখানে সেলাই করে বানিয়েছিল।
দোস্ত, তোর প্যান্টটাই সেরা!
হাঃ হাঃ বাবা, তুমি এই হাস্যকর বেল বটম প্যান্ট টা রেখে দিয়েছ কেন?
হাসিস না। ঐ প্যান্ট আমার জীবন বাঁচিয়েছিল।
১৯৭৪ সাল। মলিদের পল্টনের তিন তলা বাড়ির ছাদে দুপুরে ওকে BEATLES চেনাচ্ছি...
হঠাৎ দেখি ওর বাবা বন্দুক হাতে ছাদে উঠছেন। ভয়ে ছাদ থেকে দিলাম লাফ!
বেল বটম প্যান্টটা তখন প্যারাসুটের কাজ করল বলে বেঁচে গেছি!

এ্যাঁক!
মলি? এই ভয়ংকর তরকারীটা কে রেঁধেছে?
আমি। এতে কী সমস্যা?
ও তুই? কোন সমস্যা নেই। তুই প্রতিদিন এটা রাঁধিস। এ সুযোগে কয়েকদিনে আমি ওজন কমাতে পারব।
এ কী অবস্থা ভাইয়া?
সবুর না কী? আয়, আয়...
তোমার আর ভাবীর কি অসুখ হয়েছে? তোমরা তিন দিনে এত শুকালে কী করে?
বুয়া গ্রামে গেছে তো। আমরা ক'দিন নেচারের রান্না খাচ্ছি। আর মাত্র দু'দিন। বুয়া ফিরে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে!

একটা ভূতের গল্প বলি। এক ছিল এক বুড়ো। সে একটা পুরানো বাড়িতে একা থাকত। লোকেরা ওর বাসায় যেতে ভয় পেত।
এটা ভূতের গল্প হচ্ছে? শুনে তো মনে হচ্ছে হাসির গল্প!
তোর হাসি পাচ্ছে? দাঁড়া, আবার প্রথম থেকে শুরু করি।
এক দিন ভয়ংকর দর্শন কুৎসিত এক বুড়ো। সে এক ভয়ংকর বিভীষিকাময় পোড়বাড়িতে একা থাকত। সেই ভয়ংকর বাড়িতে সবাই যেতে ভয় পেত। ওখান থেকে আসত শেয়ালের ডাক।
বাপরে!

না, না! অসম্ভব। এই পরীক্ষার রেজাল্ট আমি গ্রহণ করতে পারছি না। ছিঃ ম্যাজিক, তুই অংকে এত খারাপ করলি? এতো ফেল করার মতো মার্ক। ছিঃ ছিঃ...
আজ থেকে তোর টিভি দেখা আর কম্পিউটার গেম খেলা বন্ধ। ছিঃ ছিঃ
বাড়াবাড়ি কো'র না তো। ১০০ তে ৯৭ মোটেও খারাপ মার্ক নয়।
বলিস কী? ঐ তিন মার্ক কাকে দিয়েছিস? ছিঃ।
আমি যখন কিশোর ছিলাম পরীক্ষার মৌসুমে ধুমিয়ে বাবার হাতে মার খেতাম। আমার বাবা তার বাবার কাছে মার খেত। আর আমি কেমন অভাগা।
প্রথম ছেলে বলে বেসিককে মার দেয়ার কারণ থাকলেও দেই নি। নেচারকে মার দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এরপর রইল সবেধন নীলমনি ম্যাজিক।
কিন্তু বদমাশটা কোন সাবজেক্টে ডাব্বা মারে না কেন? এ্যাঁ?
?!!

দোস্ত এক্সিডেন্ট করেছি।
কী, কোমরে ব্যথা পেয়েছিস?
না। রিকশা করে আসছি। পেছন থকে আরেকটা রিকশা হঠাৎ গুঁতা দিলে আমি ছিটকে রাস্তার এক খোলা ম্যানহোলে পড়ে গেলাম।
ম্যানহোলে আমার পশ্চাৎদেশ আটকে ছিল।
ভেতরে একটা লোক কাজ করছিল! ঐ লোকটা ব্যথা পেয়ে রাগে আমার পশ্চাৎদেশে মেরেছে ঘুঁষি। উঃ কী ব্যথারে বাপ!
কী রে কার অপেক্ষায় অমন খিঁচড়ে বসে আছিস।
রুবেল বাটপার!
ওকে ফোন করে বললাম এক্ষুণি ২০০০ টাকা ধার দে। ও বলল, বেলুর দোকানে বস। আমি আসছি। কিন্তু দু ঘণ্টা হয়ে গেল ওর কোন খবর নেই!
ওকে বলে দিস ও পারলে অন্য কাউকে ঐ ২০০০ টাকা ধার দিতে। আমি ওর টাকা নেব না।

বল তো দোস্ত আমার বাং-রেজীতে লেখা আত্মজীবনীটা কেমন হচ্ছে?
উদ্ভট! প্রথম শুরু করছিস: "বন্ধুরা আমার জগতে স্বাগতম।" তারপর লিখেছিস "খেতে যাচ্ছি" এরপর "কাজ করছি"
"মরিচভর্তা দিয়ে ভাত খেলাম।" "চ্যাটিং-এর দু'টো মেয়ে নেহা আর প্রিয়াঙ্কা আমাকে ছ্যাক দিয়েছে।" "চট্টগ্রামে ঘুরে এলাম। দারুণ!"
তারপর শেষ লাইন ঃ "বাবা আমার ইন্টারনেটের লাইন কেটে দিচ্ছে।" এটা কী ধরণের জীবনী?
এ হচ্ছে আমার ফেসবুকের সমস্ত স্ট্যাটাসের কম্পাইলেশন!

চাইর তলা, তিন তলা, দুই তলার মায়েরা আমারে দিয়েন ভিক্ষা। আমি দিমু অ-নে-ক দোয়া
চাইর তলা, তিনতলা, নীচ তলার মায়ে...
এই চোট্টা চুপ কর!
আমারে চোট্টা কইলা ক্যা?
ঐ "চাইরতলা, তিন তলার ডায়লগটা আমার থেকে হুইনা তুই চালায় দিতে পারবি না। তোর ডায়লগ তুই বানায় ল!
বা! ঐ ডা আমার ডায়লগ!
ঐ ডা আমার কপি রাইট
ভিক্ষুকগণ মারামারি থামাও। কী হয়েছে?
ঐ নয়া ভিক্ষুক আমার ডায়লগ চুরি কইরা ভিক্ষা করতাছে।
আমি কত কষ্ট কইরা এই ডায়লগটা বানাইচি। "চাইর তলা, তিন তলা নীচ তলার মায়েরা আমারে ভিক্ষা দেন।" সেই ডায়লগ এই চোট্টায় চুরি কইরা সব মায়েগ চিটিং করতাছে। ও অর নিজের ডায়লগ দিয়া ভিক্ষা করুক।
নয়া ফকির চিন্তা কো'র না। তোমার জন্য ডায়লগ বানিয়ে দিচ্ছি। মুখস্ত কর।
মাদারস ইন ফোরৎ ফোলোর, থার্ড ফোলোর, সেকেন্ড ফোলোর গেরাউন্ড ফোলোর, গিব মি রাইস। আই পেরে ফর ইয়ু...

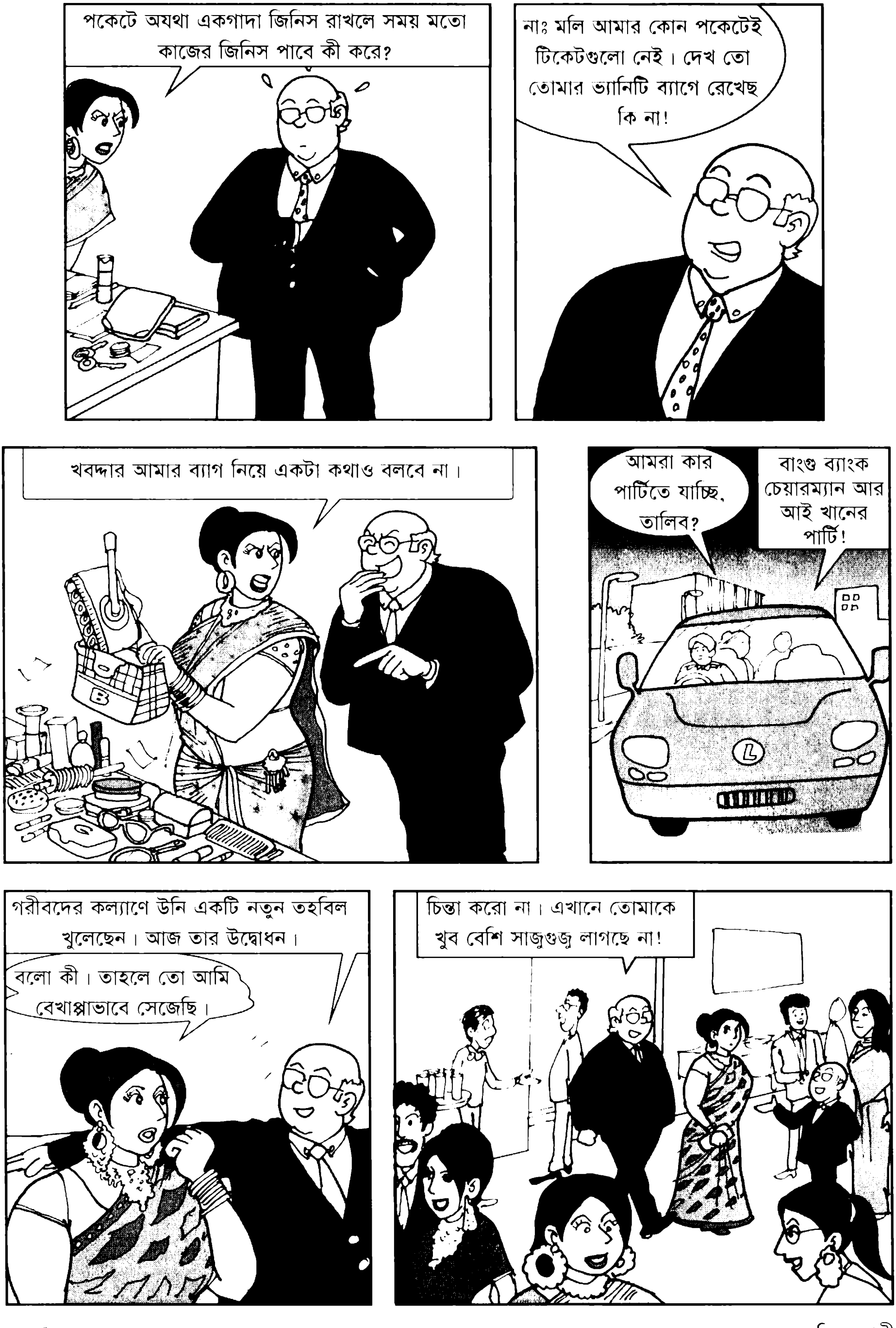

পকেটে অযথা একগাদা জিনিস রাখলে সময় মতো কাজের জিনিস পাবে কী করে?
নাঃ মলি আমার কোন পকেটেই টিকেটগুলো নেই। দেখ তো তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে রেখেছ কি না!
খবদ্দার আমার ব্যাগ নিয়ে একটা কথাও বলবে না।
আমরা কার পার্টিতে যাচ্ছি, তালিব?
বাংগু ব্যাংক চেয়ারম্যান আর আই খানের পার্টি!
গরীবদের কল্যাণে উনি একটি নতুন তহবিল খুলেছেন। আজ তার উদ্বোধন।
বলো কী। তাহলে তো আমি বেখাপ্পাভাবে সেজেছি।
চিন্তা করো না। এখানে তোমাকে খুব বেশি সাজুগুজু লাগছে না!

লিজা নাকি! আরে তোমাকে তো চিনতেই পারছিলাম না!
চিনবে কী করে। যেই গয়না পরেছি তা তো তুমি মাথা কুটলেও কিনতে পারবে না। কেমন দেখাচ্ছে?
খুব সুন্দর!
হতেই হবে। এর দাম ৫০ লাখ টাকা!
গ্যাক!
বন্ধুরা এখন আমি আমার দরিদ্র কল্যাণ কর্মসূচির উদ্বোধন করছি। এই দরিদ্র পরিবারকে প্রথম ব্যাংক চেক দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হোক। চেক হস্তান্তর করবে আমার বোন লিজা খান।
এই নাও চেক। সত্যি দরিদ্র হওয়া কত কষ্টের। তোমরা ভাল কাপড় পরতে পার না, গয়নাও পরতে পার না।
তবে চমৎকার বিষয় হচ্ছে তোমরা কত স্লিম!

কী নাম বললেন? শাহেদ চৌধুরী? বলুন তো আপনাকে বহু আগে কোথায় দেখেছি?
এ্যা? না-না! আমি অপরিচিত!

উনি কি তোমার ক্লাস মেট? কিংবা এক সময়ের প্রতিবেশী
হুঁ? ন-না! হ্যাঁ মনে পড়েছে!

১৯৭৭ সালে উনি গুণ্ডা দিয়ে আমাকে কিডন্যাপ করেছিল আর তুমি আমাকে উদ্ধার করেছিলে!
শাহেদ?

তো তালিব ভাই, আপনার মত সম্ভ্রান্ত লোকের জন্ম কোথায় হয়েছিল? লন্ডন না ঢাকায়?
আরে ধুর। আমার জন্ম হয়েছিল বিক্রমপুরের এক অখ্যাত গ্রামে!
বলেন কী? ঐ গ্রামে আপনার মতো লোকের জন্ম হলো কী করে?
সত্যি বলতে, আমি জন্মের সময় আমার মায়ের কাছে থাকতে চেয়েছিলাম। উনি ঐ গ্রামে থাকতেন।
বুঝলেন ভাবী আমার কোন পূর্বপুরুষ মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসেনি। আমি কোন উচ্চ বংশের লোক না।
তাই? আমার পূর্ব পুরুষ তো সৌদি রাজ বংশের।
চমৎকার। আপনার ছেলেমেয়ে নিশ্চয় বিদেশে প্রতিষ্ঠিত?
হ্যাঁ। কী করে বুঝলেন?
আপনারা যদিও বাংলাদেশে থাকেন, এ দেশের টাকা ছাড়া কোন কিছুই আপনাদের পছন্দ নয়।
এ্যাঁ?
বলি সৌদি থেকে আপনার উচ্চ বংশের পূর্বপুরুষ আমার ছোট লোক দেশে এসেছিল কেন? এ্যাঁ? ভিক্ষা করতে?

আপনি অভিনেত্রী বিন্দু না। আমি আর আমার স্বামী দু'জনই আপনার ভক্ত। আসুন আমার স্বামীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।
তালিব, এই হচ্ছে বিন্দু।
সালামালাইকুম।
আমি..প! আপনার ...প! অভিনয়ের... প!
ফুউউউ!
ধাড়াং
দোস্ত, ভাবী, বিন্দু একটু পিছিয়ে দাঁড়াও। আমি ফাটাফাটি ছবি তুলে দিচ্ছি।
আরেকটু পেছাও।
একটু বেশি পিছিয়ে গেছ তোমরা!

ইদানিং প্রায়শই তোকে বিভিন্ন জিনিস রান্না করতে দেখা যাচ্ছে। সারা জীবনে যা করিস নি হঠাৎ তা শুরু করলি কেন?
ঠিক করেছি রিয়ার সাথে বিয়ে হয়ে যাবার পর আমি গৃহস্বামী হয়ে যাব। ও কামাবে আমি বাসায় থাকব!
ম্যাডেস্ট ও বাবা, তোমাদের এনিভার্সারীতে আমার উপহার– আমার রান্না করা মোরগ!
এটা শুধুমাত্র তোমাদের জন্য মৌলিক রেসিপি দিয়ে বানিয়েছি।
অ্যাক! এটা কী দিয়ে রান্না করেছিস।
পেপসি দিয়ে মোরগ সেদ্ধ!
ওরে পিশাচ, এ তুই আমাকে কী খাওয়ালি!!!

দেখি বাবা রিমোট আমি এখন DISCOVERY তে PLANET EARTH দেখব।
ভাগ। আমি এখন দাবাং দেখছি।
বাবা, PLANET EARTH দারুণ একটা ডকুমেন্টারী। প্রতিটা সিরিজ দেখলে মনে হয় যে এই পৃথিবীর কিছুই দেখিনি। মনে হয় আমি আসলে কত কম জানি। মনে হয় এই বিশ্বে আমি কত নগন্য একটা প্রাণী!
তুই যে একটা নগন্য বেকুব সেটা জানতে আমার ডকুমেন্টারী দেখতে হবে কেন? ওটা আমি ওদের চেয়ে বেশি জানি!
না। রিমোট পাবি না। আমি এখন দাবাং দেখছি। দেখলে দেখ। না হয় ভাগ!
উঃ দারুণ নাচছে তো মেয়েটা! বেশ তো কথা... ম্যায় ঝাণ্ডু বাম হু ডার্লিং তেরে লিয়ে!
কী দারুণ ডায়লগ! কমিনে ম্যায় তেড়ে খুন পিউঙ্গে তেরে শব্দটা শুনলে ঘাড় ত্যাড়া হয়ে যায়। মার ঘুঁষি! ইয়াহু!
বদমাশ! এই যে তোর রিমোর্ট! আমার মাথাটা ধরিয়ে দিয়েছিস

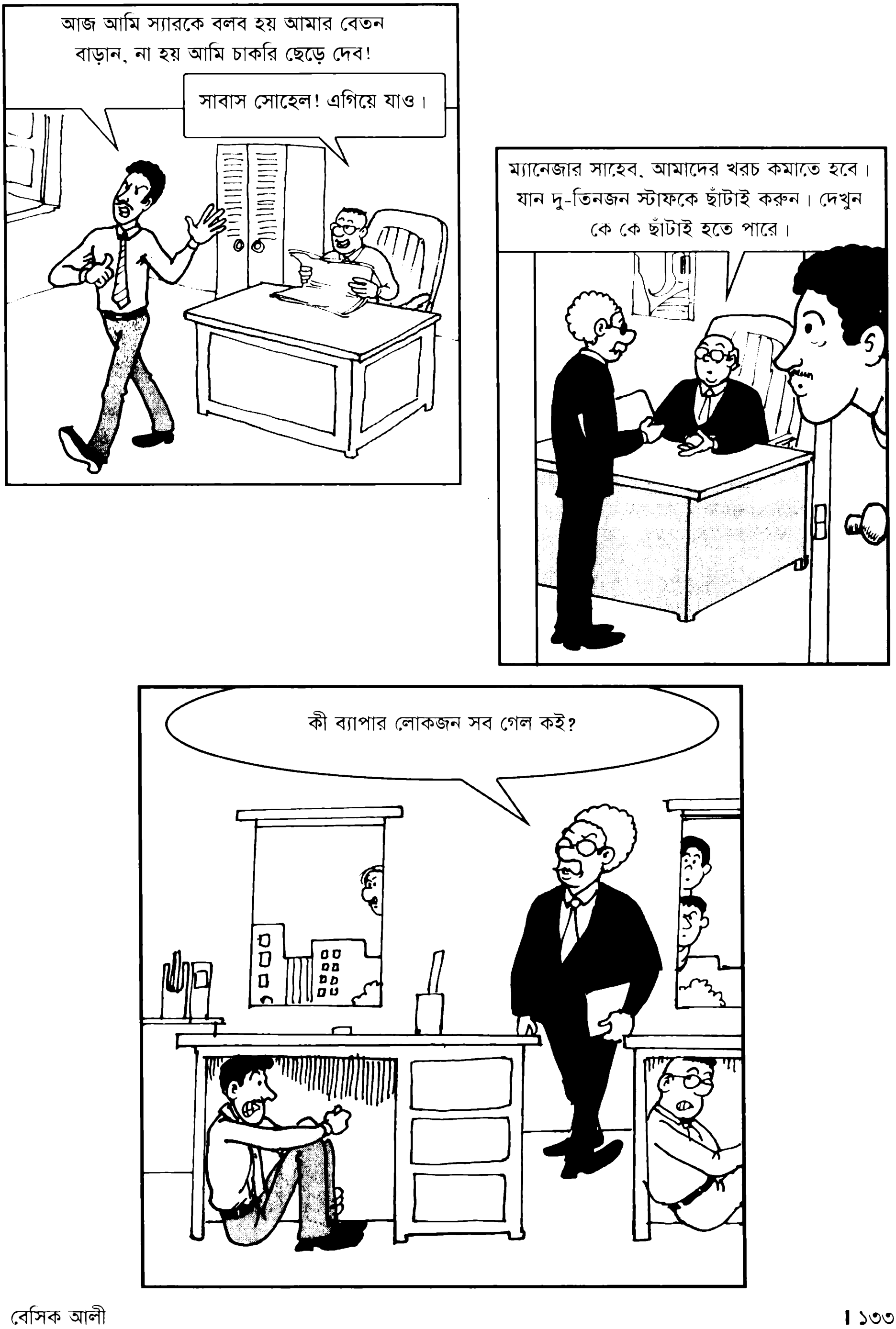
আজ আমি স্যারকে বলব হয় আমার বেতন বাড়ান, না হয় আমি চাকরি ছেড়ে দেব!
সাবাস সোহেল! এগিয়ে যাও।
ম্যানেজার সাহেব, আমাদের খরচ কমাতে হবে। যান দু-তিনজন স্টাফকে ছাঁটাই করুন। দেখুন কে কে ছাঁটাই হতে পারে।
কী ব্যাপার লোকজন সব গেল কই?

দোস্ত, দোস্ত, জলদি আমাকে ডাক্তারে কাছে নিয়ে চল!
কী হয়েছে তোর?
তুই কি দেখছিস না? আমার হাত দুটো হঠাৎ করে খাটো হয়ে গেছে। আমার কী অসুখ হলো এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ। এ
শান্ত হ হিল্লোল, তোর পাঞ্জাবীটা তিন সাইজ বড়। তোর হাত খাটো হয়নি।
অ!
কই রে বেসিক, চল বেলুর দোকানে...!
ফটাশ!
সরি দোস্ত!
কিন্তু তুই এটা কী করলি। এই ফুলদানিটা ২০০ বছরের পুরান।
ভাগ্যিস ওটা পুরানো। নতুন হলে তো তোদের কত লস হয়ে যেত!

ম্যাডেস্ট, ম্যাডেস্ট আমি ভাইয়ার গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠানটা অর্গানাইজ করতে চাই।
তুই? কেন?
আমি গায়ে হলুদটা অনেক আনন্দময় ও বৈচিত্র্যময় করব। এই অনুষ্ঠান মানুষ সারা জীবন ভিন্নধর্মী হিসেবে মনে রাখবে।
অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ এই স্প্রিং এর TURMERIC GUN অতিথিরা দূর থেকে এই পিস্তল দিয়ে হলুদের গোলা ভাইয়ার মুখে মারবে।
শুনলাম তুই নাকি আমার গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে ব্যতিক্রম করার জন্য একটি বন্দুক দিয়ে আমার গায়ে হলুদ লাগানোর ব্যবস্থা করছিস?
হ্যা। এই স্প্রিং এর পিস্তলের ওপরে হলুদের চাকা বসিয়ে দূর থেকে হলুদ মারা যাবে। সবাই অন্য রকম আনন্দ পাবে।
এই সেই পিস্তল?
বাঃ বেশ আনন্দ লাগছে তো!
ছপাৎ

চাচী, তোমার বাসায় মনে হলো ৭-৮ জন ছাত্র ঢুকল। তুমি কি টিউশনী শুরু করলে নাকি?
আরে না। মামুনটা এবার সব পরীক্ষায় খারাপ করেছে।
এরা হচ্ছে মামুনের নতুন গৃহশিক্ষক প্রতিটা বিষয়ের জন্য একজন।

গত রাতে দেখি কী একটা লোক এই লেকে পরে গেছে। ওকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম পানিতে...
লোকটা ততক্ষণে তলিয়ে গেছে। দিলাম ডুব। বাপরে কী গভীর লেইকটা! শেষে যখন লোকটাকে এক হাতে ধরে ফেললাম আমার দম প্রায় শেষ... আমি সাঁতরে উপরে উঠতে চেষ্টা করছি.... পারছি না...!
এরপর? এরপর? লোকটা কি মরে গেল?
বলতে পারব না। তক্ষুণি আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম এক হাতে বালিশ ধরে বিছানায় সাঁতারাচ্ছি!

এসেছেন? আপনি ১৫ মিনিট লেইট!
রাস্তায় অনেক জ্যাম!
অসুবিধা নেই। আমার অতিথি এখনো এসে পৌঁছায়নি। যান বাম দিকে আমার বাথরুম। দ্রুত চলে যান।
কিন্তু আমি এখন বাথরুমে যেতে চাই না।
PURPLE
বাথরুমে যাবেন না মানে? তাহলে কী করতে চান।
আমি জামান!
ও... হো: আপনি সুরকার জামান ভাই? ছি ছি আপনাকে দেখে আমি বাথরুমের মিস্তিরি ভেবে ভুল করছিলাম!
এ হচ্ছে আশরাফ ভাই যিনি আমাকে কনস্ট্রাকশন বিজনেস চিনিয়েছেন। ওনার কথা তোকে আগে বলেছি।
কোন আশরাফ ভাই? ফতুল্লার? না!
না!
ও বুঝেছি। আপনি বাংগু ব্যাংকের ঋণ খেলাপী 'বাংগু আশরাফ' না না?
হিল্লোল! তুমি আমাকে পেছনে পেছনে বাংগু আশরাফ বলে ডাক? তোমার মুখ দেখতে চাই না।

তুমি না বললে আমাকে লাঞ্চ খাওয়াবে, তারপর কোথায় উধাও হলে?
সরি, এই গ্লাডিওলা কিনতে দেরী হয়ে গেল!
গ্ল্যাডি...
-ওলা!
আরে! আরে! করছ কী?
এটা তোমার লাঞ্চ না! আশ্চর্য!

আচ্ছা ভাইয়া, চাচ্চু বলে তুমি নাকি আসলে খুব ভীতু মানুষ?
আমি ভীতু? হাঃ শোন! একবার আমি বাঘের মুখোমুখি হয়েছিলাম!
বাঘ তো হুংকার দিচ্ছে... আমার তিন ফুট দূরে চলে এসেছে। হাতে নেই কোন অস্ত্র। শেষে বড় একটা ইঁট তুলে মারলাম বাঘের দিকে। ব্যাটা ল্যাজ তুলে পালাল।
তারপর? তারপর?
এরপর কর্তৃপক্ষ আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে চিড়িয়াখানা থেকে বের করে দিল!
!!
চাচ্চু, তুমি বেসিক ভাইয়াকে ভীতু বলেছ শুনে ভাইয়া বলেছে তুমি না কি এ বাসায় সবচেয়ে সাহসী লোক!
হেঃ হেঃ ঠিক বলেছে।
তাহলে চাচ্চু, তুমিই আমার কাজটা করে দিতে পারবে।
এ্যা? কী কাজ?
...ঐ কোনায় আমার বলটা।
বেসিকের শয়তানিটা আমি টের পেলাম না কেন?

দোস্ত একটা কবিতা লিখেছি, শোন– 'এই দুনিয়ায় একা আমি। ভাগ্য আমায় দেয়নি কিছু। সব দিয়েছে তোমায়। তাই আজ তোমার দ্বারে আমি।' কেমন হয়েছে?
এটা একটু দে!
এটা রাখ!
"এই দুইন্নায় একা আমি। ভাইগ্য আমারে দেয় নাই কিছু। সব দিছে..."
তুই আমার লেখা কবিতাটা ভিক্ষুকটাকে দিয়ে দিলি কেন?
ঐ কবিতা পরে সে ভিক্ষা নেবে বলে।
তুই আমাকে অপমান করেছিস। এর প্রতিশোধ আমি নেব।
আরে? আরে? কী করছিস শাফকাত?
শুরু হলো আমার স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর। শুনে বলবি কবিতাগুলো কেমন!
না আ আ আ...

আঃ নোড়ো না। আর একটু বসলেই আমার আঁকা শেষ হবে!
সত্যি তালিব তুমি খুব জ্বালাও। দু'দিন পর পর খামোখা আমার ছবি আঁকার ব্যর্থ চেষ্টা কর!
এবার তোমার না, ফুলের ছবি আঁকলাম। তোমাকে বসিয়ে রেখেছিলাম অনুপ্রেরণার জন্য।
সে কি মলি, তুমি হঠাৎ রিং ধরে ব্যায়াম করছ যে?
উচ্চতা আমার ৫´ ৩´´, আর ওজন ১৭০ পাউন্ড। এত বছর চেষ্টা করে এক পাউন্ড ওজনও কমাতে পারলাম না।
বইয়ে দেখলাম যে একজন ৫´ ৮´´ মহিলার ১৭০ পাউন্ড ওজন চলনসই।
তাই এখন রিং এর ব্যায়াম করে উচ্চতা বাড়াতে চেষ্টা করছি।

কী ব্যাপার নীলা? অমন 'দ' হয়ে শুয়ে আছ কেন?
কী? ছেলেকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করছ? কী লাভ হচ্ছে তোমার?
বলো কী, আমি দুঃশ্চিন্তা করি দেখেই তো আমার স্বামী-পুত্র এখনো বেঁচে আছে। তোমার মতো নিশ্চিন্তে থাকলে ওরা মরে যেত।
আমি ভাবছি তোমরা যারা দু:শ্চিন্তার মূল্য দাও না, তাদের জন্য আমি একটা দুঃশ্চিন্তা ট্রেনিং স্কুল খুলব।
নীলা, তুমি অযথা দুঃশ্চিন্তা করা বন্ধ কর। দুঃশ্চিন্তা তোমাকে অকালে হত্যা করবে।
একদম ভুল কথা। দুঃশ্চিন্তায় আয়ু বাড়ে।
যেমন আমার দাদী। উনি দুঃশ্চিন্তার রানী। কিন্তু ওনার বয়স ১২০।
১২০ বছর বলো কী!
হু, উনি বহু আগেই মরে যেতেন। কিন্তু উনি সব সময় ভাবেন যে উনি যদি মারা যান...
তাহলে ওনার ছেলেমেয়েদের নিয়ে কে চিন্তা করবে। এই ভয়ে উনি মরতেও পারছেন না।

সম্মোহন
এই পেণ্ডুলাম দিয়ে মোনালিসাকে সম্মোহন করব। হু হু ... একটা পরীক্ষামূলক সম্মোহন করে দেখি।
তোমার চোখ ভারী হয়ে আসছে... তুমি ম্যাজিককে ভুলে যাও। তুমি আমাকে ভালবাসো... শুধু আমাকে!
I LOVE YOU ... YOU HANDSOME DEVIL!
এবার মোনালিসাকে সম্মোহন করব আমার শার্টের সম্মোহনী ডিজাইন দেখিয়ে।
দাঁড়াও। আমার শার্টের দিকে তাকাও। তোমার চোখ ভারী হয়ে আসছে। তুমি আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ। আর...
?!
দাঁড়া ব্যাটা! তোর শার্টে আরেকটা ডার্ট মারতে চাই!

হা হা হা হা হা!
আছ তো সুখে...!
আমি আর হিল্লোল বসে হাসির নাটক দেখছিলাম, তুমি এসে হুট করে টিভি-লাইন বন্ধ করে কেন বললে, 'আছ তো সুখে'? এ কেমন ছোটলোকি?
তোমরা বসে নাটক দেখে হাস আর আমি ইলেক্ট্রিক বিল নিয়ে কাঁদি!
এ বাসায় ইলেকট্রিক বিল দেয় হিল্লোল। তোমার নাটুকেপনা গ্রহণযোগ্য নয়।
আর 'আছ তো সুখে' মানে কী? তোমাকে কে দুখে থাকতে বলেছে? আমাদের সাথে বসে সুখে থাকতে তোমার অসুবিধা কী?

রবিন তোকে ঘুষি মেরে এক চোখ কালো করে দিল আর তুই চলে এলি? তুই মারলি না?
বেসিক!
মামুন যাও, রবিনকে এই পিৎজাটা দিয়ে বন্ধুত্ব করো।
আমার ছেলেকে আমি গুণ্ডা বানাতে চাই না। বুঝলে?
জ্বী চাচী!
মা! মা! রবিন আরেক পিস পিৎজা চায়?
তোকেও রবিন মেরেছে আর তুই কিছু করলি না? রবিন কী এত বড় মাস্তান?
বড় বড় কথা না বলে যাও না, ওকে মেরে আস। গেটের বাইরেই আছে সে।
এপাড়ায় কেউ আমাদের সাথে মাস্তানি করে পার পাবে না।
সে যত বড়ই হোক
আব্বে। পথ থেকে সলে দালাও! না হয় ঘুসি দি নাক উলাই দিব।
?

স্যার, দয়া কইরা দুইডা ট্যাকা দিবেন?
দুই টাকা?
এ্যাঁ! এইডা তো ৫০ ট্যাকার নোট!
ধইন্যবাদ!
??
স্যার, দয়া করে আমার ৪৮ টাকা ফেরত দিন।
কেলো হারবাল
মাত্র ৭ দিনে গ্যারান্টি সহকারে ওজন কমান হয়। বিফলে ৫০,০০০ টাকা দেয়া হবে।
আমার ওজন কমাতে ব্যর্থ হলে ৫০,০০০ টাকা দেবেন তো?
অবশ্যই। শর্ত একটাই। ওজন কমাতে ৭ দিন আমাদের পদ্ধতি মানতেই হবে।
আগামী সাত দিন এভাবে থাকবেন। খাবার পাবেন না। ঠিক আছে?

কী রে কাদের, আজ বস্ বসে আছে বলে খুব খাটাখাটনি করছিস, না? অন্য দিন তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেতন নিস!
নির্মাণে হিল্লোল কন্সট্রাকশনস
আমি দেখলাম বসের ভয়ে অন্তত বারো বার ঐ সিমেন্টের খাঁচি বহন করলি।
হে হে আসলে বসরে বোকা বানাইতে একই খাঁচি লয়া আমি ১২ বার হাঁটাহাটি করছি।
সিটি কর্পোরেশনের একটা কাজ পেতে অনেক ঘুষ ব্যয় করেছি। এখন ওরা বলেছে কাজটা লটারী করে দেবে। কাল বিভিন্ন কন্ট্রাকটররা এমন একটা করে খাম একটা বাক্সে ফেলবে ইঞ্জিনিয়ার যার খাম তুলবে, সে কাজ পাবে।
ইঞ্জিনিয়ার আমার লোক হলেও সবার সামনে থেকে কীভাবে আমার খাম ঐ বাক্স থেকে উঠাবে? আমার কাজ পাবার সম্ভাবনা প্রায় নেই। কী করি বল তো?
তোর খামটা আজ ডিপ ফ্রিজে থাকুক। কাল ওটা জমা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারকে বলবি ঠাণ্ডা খামটা উঠাইতে। কেউ টেরই পাবে না।

কী সোহেল- অমন খিঁচড়ে আছ কেন? বস ঝাড়ি দিয়েছে?
হ্যাঁ, তবে আজ আমি সহ্য করব না। আমিও বসকে পাল্টা ঝাড়ি দেব।
হ্যালো তালিব স্যার? শুনুন, আপনি ঘোড়ার ডিমের বস। ভেবেছেন আমি আপনাকে ভয় পাই? আমি আপনার থোড়াই কেয়ার করি। আপনি আমাকে সরি বলুন। বলেছেন?
সোহেল তোমার ফোনের তার ছেঁড়া!
জানি!
হ্যারে দাদা, বারান্দায় বসে কী প্রকৃতিকে দেখিস? হ্যাঁ প্রকৃতিকে প্রতিদিন সালাম করা উচিত।
চিন্তা করে দ্যাখ, প্রকৃতি যদি আমাদের এমন মাথা না দিত তাহলে কী বিপদ ঘটত?
আমরা অসভ্য থাকতাম...
আরে না। আমরা তখন টুপি পরতাম কীভাবে, এ্যাঁ?

উঃ!
সরি ভাই!
সবার পা মাড়িয়ে সরি বললেই হবে!
৫ মিনিট পর
POPCOR
এক্সকিউজমি, আমি কী এখানে বসেছিলাম?
আবার? আপনি আবার পা মাড়াতে এসেছেন?
পেয়ে গেছি রিয়া, আমরা এই সারিতেই বসেছিলাম!
কেমন লাগছে সিনেমাটা।
জঘন্য, নায়িকার অভিনয়ে বিব্রত। কাহিনী দেখে লজ্জিত।
কী ছ্যাবলামো করে কথা বলছে নায়ক-নায়িকা। এমন কি ভিলেন! লজ্জায় মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাই।
সে কী! তুমি লজ্জায় মরে গেলে না কি?

আমার মতে মুরগি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে কিউট আর মজার প্রাণী। ওরা যেভাবে কক কক করে হাঁটে সেটা দেখেই আমি হেসে খুন হই।
মুরগির চেয়ে ছাগল অনেক বেশি কিউট আর মজার। ছাগলের চেয়ে ভাল কোন প্রাণী হয় না।
ছাগল? ছাগল তো ফালতু!
আমি ছাগল ভালবাসি বলেই তোমাকে পছন্দ করি।
সত্যি! ছাগল খুবই হ্যাণ্ডসাম আর স্মার্ট!
হুম!
এটা আমার স্ক্যাপ বই। এতে আমার সব বন্ধুরা তাদের কী কী পছন্দ তা লিখেছে। তুমি কি তোমার পছন্দের তালিকাটা লিখে দিবে?
আমার পছন্দের কোমল পানীয়: দামী বিদেশী কোমল পানীয়। পছন্দের গাড়ি: দামী গাড়ি। পছন্দের কাপড়: দামী কাপড় পছন্দের গান: দামি শিল্পীর গান।
এসব কী লিখেছ? দামি বই। দামি ছবি? মানে কী?
ও ভুল করেছি। 'অনেক' দামি হবে।

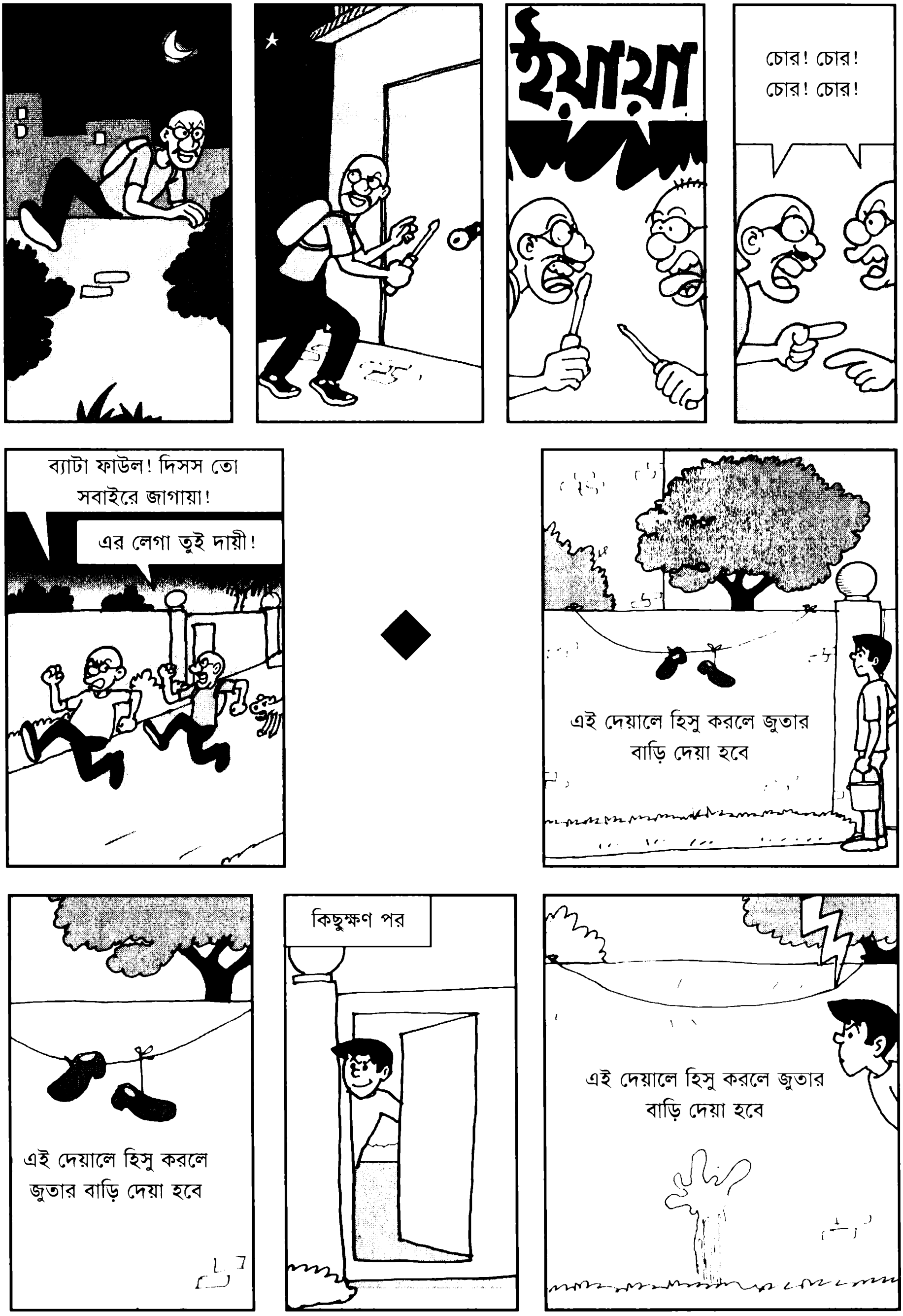
ইয়ায়া
চোর! চোর!
চোর! চোর!
ব্যাটা ফাউল! দিসস তো
সবাইরে জাগায়া!
এর লেগা তুই দায়ী!
এই দেয়ালে হিসু করলে জুতার
বাড়ি দেয়া হবে
এই দেয়ালে হিসু করলে
জুতার বাড়ি দেয়া হবে
কিছুক্ষণ পর
এই দেয়ালে হিসু করলে জুতার
বাড়ি দেয়া হবে

ওয়েটার, আমাকে এই ৫ নাম্বারটা দিন। ওকে ৪ নাম্বার। ঠিক আছে? জলদি!
৫ নাম্বার আর ৪ নাম্বার, ও কে।
PIZZA
খিদায় আমি সিধা হয়ে গেছি!
আমার পেটে আগুন লেগেছে!
একটা ৫ নাম্বার- একটা ৪।
তোমার চোখে আমি একটা জ্যোতি দেখতে পাই যা আর কারো চোখে দেখিনি।
সত্যি?
সেই জ্যোতি আমার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মনে হয় তুমি যেন আসলে একটা কী!!
বলো কী!!
আমি যাই, এক্ষুণি চোখের ডাক্তার দেখিয়ে আসি। আমি কানা হতে চাই না।

দাও না ভাইয়া, তোমার তরমুজের শরবত থেকে কয়েক ঢোক খাই।
ঠিক আছে তুই অর্ধেকটা খা।
সে কী, তুই তো সব খেয়ে নিচ্ছিস।
চোওও!
কী করব, আমার অর্ধেকটা নীচের দিকে ছিল।
বাংলাদেশী খেলোয়াড়দের এত তাচ্ছিল্য করিস না। জানিস, গত অলিম্পিকে এক খেলোয়াড় কতগুলো মেডেল পেয়েছিল?
কতগুলো?
সে আটটা স্বর্ণ আর পাঁচটা রৌপ্য পদক পেয়েছিল।
তো? সেগুলো কই?
গাধাটা মেডেলগুলো নিয়ে কাট মারার সময় অলিম্পিক কমিটি দেখে ফেলে। আর কী– সে ওগুলো ফেরত দিয়ে খালি হাতে দেশে ফিরেছে।
ও!

সাধু বাবা, এই নাও ৫০০ টাকা আর মোনালিসার চুল। এবার এই চুল দিয়ে এমন যাদু করে দাও যাতে ঐ মেয়ে আমার প্রেমে পড়তে বাধ্য হয়।
ছুমন্তর ছুঃ! যা ঐ মেয়ে তোর। সে নিজেই তোর পিছু পিছু আসবে।
ব্যাপারটা এমন কাজ করবে জানলে এই ছাগলের লোম না কেটে সত্যি সত্যি মোনালিসার চুল কেটে আনতাম
এই নাও ৫০০ টাকা আর মোনালিসার চুল। সাধু বাবা, এই চুল দিয়ে এমন যাদু করে দাও যাতে ঐ মেয়ে আমার পেছনে দৌড়াতে থাকে।
ছুঃ মন্তর!। ঐ মেয়ে এখন থেকে তোর পিছনে দৌড়াতে থাকবে।
ওরে নাপতা শয়তান ভান্টু। আজ সকালে আমার চুলের ডগা কেটেছিস... আজ তোর কল্লার ডগা কাটব।

আমাকে থামালেন কেন? কী করেছি আমি?
আপনি বিপদজনক ভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন!
আমাকে কেউ কখনো বিপদজনকভাবে গাড়ি চালাতে দেখেনি। ঐ সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করুন। উনি জানেন।
আমি জানি মানে? আমি তো জীবনেও আপনাকে দেখিনি।
খুবই স্বাভাবিক। কারণ আমি বিপদজনকভাবে গাড়ি চালাই না।
?
?
স্যার, এইখানে তো গাড়ি পার্ক করতে পারবেন না।
কেন? কেন?
NO PARKING
দেখতাছেন না, এইখানে NO PARKING সাইন আছে?
ও!
NO PARKING
চিন্তা নেই। সাইনটা অন্য জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছি।
!!
NO PARK

হাঃ হাঃ নায়িকাটার অবস্থা দেখেছিস? কী মোটারে বাপ!!
একদম এক্সট্রা মোটা!
এ্যাঁ? ব্যানারটা মনে হলো কেঁপে উঠছে?
ব্যানারটা ওর ওজন আর ধরে রাখতে পারল না!

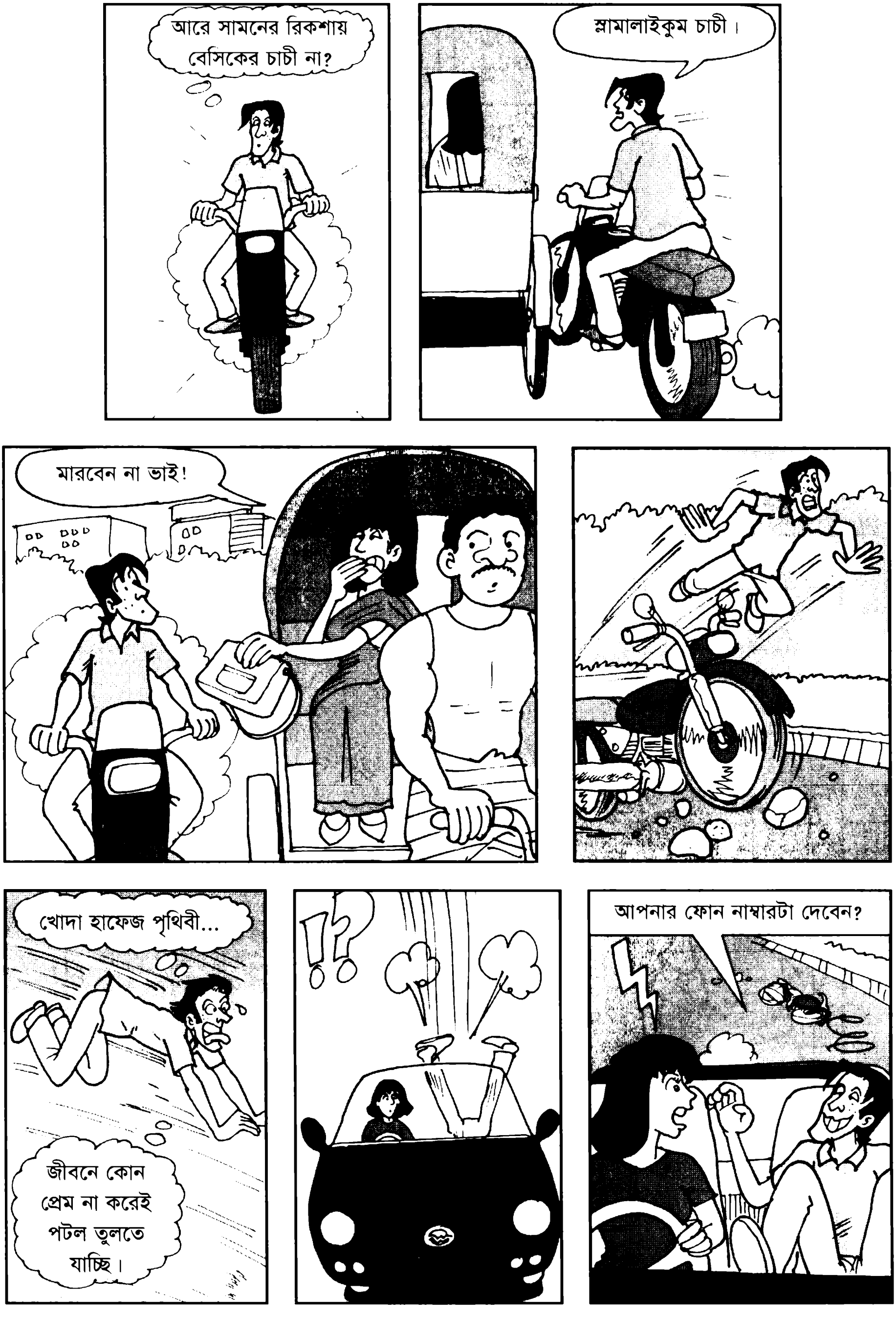
আরে সামনের রিকশায় বেসিকের চাচী না?
স্লামালাইকুম চাচী।
মারবেন না ভাই!
খোদা হাফেজ পৃথিবী...
জীবনে কোন প্রেম না করেই পটল তুলতে যাচ্ছি।
!?
আপনার ফোন নাম্বারটা দেবেন?

ম্যাজিক ভাইয়া, তোমার রুমে আসব?
দাঁড়া, সিকিউরিটি চেক।
?!
তোর জুতার নিচে চুইংগাম বোমা। তোকে অ্যারেস্ট করা হোল!
আমি বন্দি কারাগারে (ফুপিয়ে) আমি বন্দি কারাগারে I AM A PRISONER IN A JAIL
কী রে মামুন, তোরে ম্যাজিক বন্দি করে রেখেছে কেন?
আমার জুতার তলায় চুইংগাম বোমা ছিল বলে।
মাকে খুব মিস করছি। মা কে বো'ল চিঠি লিখতে।

আপনাকে চাকরিটা দিতে পারি কিন্তু আপনার দরখাস্তের সাথে কোন RECOMMENDATION চিঠি দেখলাম না...
এই যে স্যার, দিচ্ছি। এই নিন...
বাঃ চিঠির লেখক তো আপনাকে খুবই প্রশংসা করে লিখেছে আপনি খুব সৎ ও দক্ষ। তো চিঠিটা লিখেছে কে?
আমিই স্যার।
আশ্চর্য, আমার চেয়ে আমাকে আর কে বেশি ভাল জানে যে রিকমেণ্ড করবে?

বয়স
১৫+

বেসিক আলী

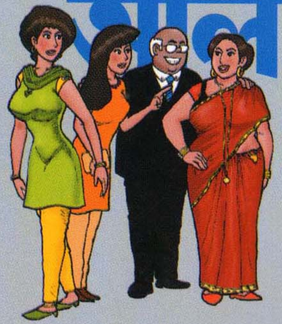

www.panjeree.com

আলী পরিবারের উদ্ভট উপাখ্যান

ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী বেসিক আলী। খাওয়া আর ঘুম- এই নিয়েই দিন কেটে যাচ্ছিল তার। বাবা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তালিব আলী কায়দা করে তাকে ব্যাংকের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। অফিস কলিগ রিয়া হকের সঙ্গে গড়ে উঠল নতুন এক সম্পর্ক। বেসিকের ছোটবোন মেডিকেল কলেজের ছাত্রী নেচার আর ছোট ভাই স্কুল ছাত্র ম্যাজিক খবরটা তুলে দিল বাবা-মায়ের কানে। কিন্তু বেসিকের ঘুম কাতুরে স্বভাব অফিসে গিয়েও কাটে না। আত্মভোলা বন্ধু হিল্লোলের পেছনে লাগাও তার আরেকটা স্বভাব। বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে উদ্ভট কার্যকলাপ আর বাইরে রিয়ার মজাদার সঙ্গ এই নিয়ে কেটে যায় বেসিকের দিনকাল।

9789846340730

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.